রমণী হৃদয়।

ভট্টপল্লী নিবাসী
শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য দ্বারা
প্রণীত।

"গৃহ্লাতি সাধুবপরস্য গুণং ন দোষং,
দোষান্বিতো গুণচয়ং পরিহায় দোষং,
বালো স্তনে পিবতি দুগ্ধং মসৃগ্‌গৃহায়,
ত্যক্ত্বা পয়োরুধিরমেব নরকিং জলোকা।"

(কলিকাতা, গরাণহাটা ষ্ট্রীট ৪০ নং পুস্তকালয় হইতে)
শ্রীপঞ্চানন ঘোষ দ্বারা
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

চিৎপুর রোড ৩২৩ নং ভবনে কমলাকান্ত যন্ত্রে
শ্রীবাণেশ্বর ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬।

ভূমিকা।

একি দেখি দিন দিন এভব ভবনে,
অর্থ লোভে পিতা মাতা না জানি কেমনে,
কনক লতিকা সম প্রাণের সুতারে,
শত বর্ষ বৃদ্ধ করে করি সমর্পণ,
ভাসায় হৃদয় তার নয়নের জলে।
কোন শাস্ত্রে ক্ষীণ তনু বালকের সনে,
ষোড়শী কন্যার পিতা দেন পরিণয়;
উভয় উভয় যদি মনোমত হয়,
তা হলে বিবাহে কভু বিভ্রাট না হয়।
স্বকার্য্য সাধনে কলি ঘুরে দিবানিশি,
তাহে নারী দিন দিন হতেছে চঞ্চলা,
নাহি সহলেশ মাত্র পঞ্চশরে প্রাণ,
আকুলিত হয় তবু সে নির্দ্দয় পিতা,
ছার অর্থ-লোভে বৃদ্ধে দিয়া পরিণয়,
মদন আগুনে আহা করেন বর্জ্জন।
ধন্য ধন্য অর্থ তোর মোহিনী শকতি,
যথার্থই আছে বটে রূপের গরিমা,
মরিগো ভারত মাতা তোর দশা হেরি,
বিদরে হৃদয় মোর কাঁদি নিরবধি,
অবোধ সন্তান তরে ভাবিস নিয়ত,
কিন্তু মা সন্তানে তোরে না দেখে নয়নে।
হিতাহিত নাহি জ্ঞান নিজ কর্ম্ম দোষে,
মজিলে আপনি শেষে কাঁদায় মা তোরে,
হায় মাতঃ দিবানিশি দহি চিন্তানলে,
মন দুঃখে নিরবধি কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
আঁখি দুটী ছল ছল লোহিত বরণ,
সুচারু বদন খানি মলিন এখন,

তব দুঃখে সদা মোর ব্যথিত হৃদয়,
ঘুচাতে তোমার দুঃখ যত্ন সহকারে,
লিখিতে বাধিত পুনঃ নব গ্রন্থখানি,
নিতান্ত অজ্ঞান আমি নাহি কোন গুণ,
বামনে শশীরে যথা ধরিতে বাসনা,
হেন আশা এ কপালে সুধু বিড়ম্বনা,
কিন্তু পর দুঃখে দুঃখী দেখি আমি আজি,
যা থাকে কপালে বলি ধরিনু লেখনী,
আশীর্ব্বাদ কর যেন জগত জীবনে,
অমূল্য রতন সম যেন সমাদরে।

ভট্টপল্লী নিবাসী
শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন।

সরল হৃদয় করুণাময় পাঠক মহাশয় দিগের নিকট সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে নিবেদন করিতেছি মৎপ্রণীত "শমন দমন" নাট্যাভিনয় খানি আপনা দিগের নিকট যশলাভ করিয়াছে বলিয়া পুনর্ব্বার এই "রমনী হৃদয়" পুস্তক খানি আপনা দিগের করকমলে অর্পণ করিতে সাহস করিয়াছি, আশা করি পুস্তক খানি ও আদরনীয় হইয়া পরিশ্রম সার্থক হয়। রমণী দিগের কিরূপ হৃদয়, দুশ্চরিত্রা রমণী দিগের পরিণামে কিরূপ দুরবস্থা ও অযোগ্যে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিলে তাহারই বা কি পরিণাম হইয়া থাকে তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

ভট্টপল্লী নিবাসী
শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য।

রমণী হৃদয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর্দ্ধমান নিবাসী চারুশশী নামক একজন ধনাঢ্য বণিকের নিরুপমা নাম্নী এক অসূর্য্যম্পর্শ রূপলাবণ্যময়ী অবিবাহিতা কন্যা ছিল। তাহার বয়ক্রম ষোড়শ বৎসরের ন্যূন নহে। কন্যাটীর পূর্ণ যৌবনাবস্থা; কিন্তু বিবাহে তাহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রায় ছিল বলিয়া বণিক চারুশশীর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। তিনি দুহিতার পরিণয়ের কারণ এত চিন্তিত ছিলেন যে, শয়নে ভোজনে অনশনে সর্ব্বদা সেই চিন্তাই তাঁহার বলবতী। এমন কি চিন্তা এত বলবতী হইল যে তাঁহার বাণিজ্যে ঔদাস্য জন্মিতে লাগিল। এক দিন তিনি তাঁহার কন্যাকে মধুর বচনে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "নিরো! তুমি এখন মা বালিকা নও তো? হিতাহিত বিবেচনা করিতে পার। পিতা মাতার অবাধ্য হইয়া কার্য্য করিলে কষ্ট পাইতে হয়। এক্ষণে আমার কথা শোন, পুরোহিত মহাশয় যে তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া-

ছেন, তাহাতে সম্মত হও, আর কোন আপত্তি করিও না। দেখ বাছা! সন্তান অবাধ্য হইলে পিতা মাতার আক্ষেপের পরিসীমা থাকে না। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে আর অধিক কি উপদেশ দিব। এখন আমার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিয়া অশেষ আনন্দ বর্দ্ধন কর।

বণিক দুহিতা নিরুপমা কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া লজ্জিতা হইয়া মৌনভাবে বসিয়া রহিল, চারুশশী পুনর্ব্বার সাদরে সস্নেহ বচনে বলিলেন, "বাছা নিরো! এ শুভ কার্য্যে কি দুঃখিত হওয়া উচিত? এ বিবাহে তোমার অসম্মতি কেন? কৈ কখন কি শুনেছ যে, কেহ পরিণয়ের পূর্ব্বে দুঃখিত হয়?—না কোন আপত্তি করিয়া পিতা মাতার অবাধ্য হয়? এটী যেন তোমা কর্ত্তৃকই নূতন ঘটনা হইতেছে। পাত্রটী বিদ্যান্ ধনবান, শুনেছি চরিত্রও নাকি নির্ম্মল; দোষের মধ্যে বয়ঃক্রম কিছু বেশী। ইহাতে তোমার বিশেষ কিছুই কষ্ট দেখিতেছি না। লোক পরম্পরায় শুনিয়াছি তাহার বাৎসরিক আয় দশহাজার টাকা। তাঁহার আর কেহই নাই, তুমিই ঐ সমস্ত টাকার অধিকারিণী হইবে।

নিরুপমা ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধের ও পাত্রের বয়ঃক্রম পঞ্চাশতের কথা শুনিয়াছিল, এবং পিতার মুখে যখন শুনিল, তখন তাহার সুন্দর নয়ন যুগল হইতে প্রাবৃটকালের বরিষার ন্যায় অনর্গল বারিধারা পতিত হইয়া উজ্জ্বল কাঞ্চন সদৃশ হৃদয় মেদিনী অতল দুঃখ সলিলে মগ্ন হইল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন মনমধ্যে এক প্রকার নূতন আশঙ্কা উদিত হইয়া সুচারু ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিতেছে।

দেখিতে দেখিতে সেই অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী হরিণনয়না, সরোবরের কমলিনীর ন্যায় দুঃখ সলিলে ভাসিতে লাগিল। তখন বণিক চারুশশী অন্য কোন উপায় না দেখিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিল, "বাছা! তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে" নিরুপমা কোন উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। চারুশশী কন্যার এবম্ভুত অশিষ্টাচার ও অবাধ্যতা দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। এক একবার ভাবিতে লাগিলেন, বয়স্থা হইয়া বিবাহে উহার অনভিপ্রায় বলিয়া নিরস্ত হওয়া উচিত নয়। আপন অভিপ্রায় অনুসারে এ শুভ কার্য্য সম্পন্ন করি। আবার ভাবিলেন, উহার অনভিপ্রায়ে বিবাহ দিলে যদি অভিমান করিয়া আত্মহত্যা করে, তাহা হইলেও পরিণামে আমাকে যথেষ্ট আক্ষেপ করিতে হইবেক। এইরূপ মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী তরঙ্গিনী দ্রুতবেগে আসিয়া বলিল "দাদা! আমার বাক্স হইতে পাঁচটা টাকা কে চুরি করিয়াছে।"

বণিক কন্যার বিবাহ বিষয়ে এরূপ গভীর চিন্তা সাগরে মগ্ন ছিলেন যে তরঙ্গিনীর কথার কোনরূপ উত্তর দিলেন না। চঞ্চলা তরঙ্গিনী পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিত অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার বলিল, "দাদা! কে আমার টাকা চুরি করিয়াছে?" বণিক তাহাতেও কোন প্রত্যুত্তর না করায় ক্রোধভরে তথা হইতে চলিয়া গেল এবং অন্তঃপুর মধ্যে গিয়া মেজ বৌকে রাগত স্বরে বলিল, "হ্যাঁলা মেজ বৌ! তুই কি একদণ্ড বাড়ী থাকৃতে পারিস্‌নে, মাথার খামিদ নাই বলেই কি যা ইচ্ছে

তাই কর্ব্বি? যাহৌক বাবা! অনেক অনেক বৌ দেখেছি বটে, কিন্তু এমন বেহায়া বৌ ব্রহ্মাণ্ডে কখন দেখিনি দেখবো না। রাঁড় হলেন তো সাঁড় হলেন।"

মেজবৌ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি হয়েছ গা ঠাকুরঝি! বাড়ীতে কেউ এসেছিল নাকি?"

তরঙ্গিনী রাগান্বিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁলো ছুঁড়ি! এসেছিল, তোকে দেখ্‌তে না পেয়ে মিঠায়ের ঠোঙা ফিরিয়ে নিয়ে গেল।"

মেজবৌ মৃদু মৃদু স্বরে বলিল,"ও কি ঠাকুরঝি! রাগ কচ্ছ কেন?" চঞ্চলা তরঙ্গিনী তরঙ্গের ন্যায় হাত পা নাড়িয়া বলিল, "না রাগ কর্ব্ব কেন, বাক্সতে মতিচুর রেখেছি, খাবে চল, যমের অরুচি আর কি?"

মেজবৌ কারণ জানিবার জন্য পুনর্ব্বার বলিল, "কি হয়েছে বলনা কেন?" যেমন উত্তপ্ত কটাহে বারি বিন্দু পড়িলে তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, তদ্রূপ মেজবৌয়ের মৃদু মৃদু সুমধুর কথা গুলি তাহার ক্রোধানলে পড়িয়া কোন ফলোদয়ই হইল না। তরঙ্গিনী দন্তে দন্তে শব্দ করিতে করিতে বলিল, "হবে আবার কি, তোর মাথা আর মুণ্ডু হয়েছে, ওমা অবাক করেছে! ঘরের বৌ ঘরেই থাকবে, এ তা নয়, কেবল সারা দিন এখানে একবার, ওখানে একবার দাঁড়াবেন, মরণ আর কি?"

মেজবৌ সত্য সত্যই টাকা চুরি করিত। সুযোগ পাইলেই গ্রহণ করিত, প্রকৃত পক্ষে তরঙ্গিনীর এ পাঁচটী টাকা চুরি করিয়াছিল, স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই কোন দোষ প্রকাশ

পাইলে কাঁদিয়া তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করে। তাহারা হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে না। মনমধ্যে যখন যাহা উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করে। এখন উপস্থিত দোষ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য রোষ না করিয়া চক্ষের জল মুছিতে২ বলিল, "হ্যাগা ঠাকুরঝি! কেউ নেই বলে কি এম্নি করে কটুকথা গুলো বল্‌তে হয়? যেন কত কি চুরি করেছি, না জানি কত কুকাজই করেছি, তাই এম্নি করে কটু কথা গুলো বল্‌ছ? কি হয়েছে, তাই কেন বলনা?"

তরঙ্গিনী বলিল "আঃ আমার পোড়া কপাল! তাই কেন বল্‌না লো যে আমি নিছি? কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে,ঐ যে একটা কথা আছে, ঠাকুরঘরে কেরে, না আমিতো কলা খাইনি। আজ আমাদের মেজবোরও তাই হয়েছে। আপনা আপনি রুগীর মুখ থেকে ব্যক্ত হ'য়ে গেলো। যাহোক এখন বাঁচলেম, যখন স্বীকার করেছে, তখন অবশ্য পাবই। ভাগ্যিস চোক মুখ রাঙা করে বল্লেম, তাই না পেলেম? পাঁচ পাঁচটা টাকা! লোকের এক পয়সা গেলে কত হা হুতাস করে।"

মেজ বৌ বিকৃতস্বরে বলিল "কিসের টাকা ঠাকুরঝি! শুন্‌তে পাইনে? আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।"

তরঙ্গিনী অবাক হইয়া বলিল, "সে কিলো! এই আপনা হতেই বল্লি নিছি, এখন কেমন ক'রে অস্বীকার কর্‌ছিস্। তামাসা ক'রে নিয়ে থাকিস,দে ভাই তোকে বাগাত্তা করি।"

মেজে বৌ পুনর্ব্বার ম্লানবদনে বিকৃতস্বরে বলিল "ওমা জানলুম না শুনলুম না দোষের ভাগী হলেম। কি ঘেন্নার কথা! মেয়ে মানুষের চোর অপবাদ, ওমা এ যে আমাতে আর আমি নেই? ঠাকুরঝি টাকা কোথায় রেখেছিলে? আমি যে অবাক হয়েছি গো?"

তরঙ্গিনী তাহাকে অপদার্থ জ্ঞানে লজ্জা দিয়া বলিল, "বলিস কিলো বৌ, তুই যে অবাক কল্লি, সকালবেলা বাক্সর ভিতর কাঁচের বাটিতে পাঁচটা টাকা রাখলেম, সে টাকা কি হলো? ভাল চাস্‌তো দে; কোথায় রেখেছিস, বের করে দে; আর কষ্ট দিস্‌নে। তা না হলে নপাড়ার পুরুৎঠাকুর মহাশয়ের কাছে গুণিয়ে আসবো, তিনি নাম করে দিবেন। শেষে কি হাতে নোতে ধরা পড়্‌বি? এখনও কেউ জান্তে পারেনি, কোথা রেখেছিস এনে দে।"

মেজেবৌ অতি মৃদু মৃদু স্বরে বলিল "ঠাকুরঝি! তোমার কথা শুনে যে অবাক হয়েছি। এ কথা কে বিশ্বাস কর্‌বে ঠাকুরঝি? আমি মনে করি তুমি তামাসা কচ্ছ! এ যে দেখ্‌ছি কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে সাপ বেরোয়।"

তরঙ্গিনী পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ রাগান্বিত হইয়া বলিল, "ওলো এখন ন্যাকামো রাখ, সহজে দিবিনা বুঝেছি।" এই বলিয়া তরঙ্গিনী যেন তরঙ্গের ন্যায় পুরোহিতের বাটী পানে ধাইয়া গেল।

পুরোহিত ঠাকুরুণ তাকে জলধীর তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাগা বড় মানুষের ঝি! এমন সময় কেনগা বাছা?"

তরঙ্গিনী বলিল, "ঠাকুরুণ, কর্ত্তা কোথায় গা?" তরঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণী ভীত হইয়া বলিলেন "কেন গা বাছা?" তরঙ্গিনী বলিল "কোন আবশ্যক ছিল।" পুরোহিত ঠাকুরুণ পুরোহিতের প্রতি রাগান্বিতা ছিলেন। তরঙ্গিনী পুরোহিতের নাম করিবামাত্র তাঁহার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রাগভরে গদ গদ স্বরে বলিলেন, "কেমন করিয়া জান্‌বো বল, যাবার সময়ত আর আমাকে ব'লে, যায়নি, এত বেলা হ'য়েছে, এখ:না দেখা নাই। ঘরে এক মুটো চাল নাই, হতভাগা মিন্‌সে কোথায় গিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছে—জ্বালাতনে হাড় জর২ হয়েছে; রাত পোহালে দশগণ্ডা পয়সা খরচ, কোথা হতে যে সংসার নির্ব্বাহ করি,তা বুঝ্‌বে না।যেখানে থাকুক, এ চুলো ভিন্ন আর ডান হাতের ব্যাপারের উপায় নেই। এমন বরাত, এখন আমার মরণ হলেই বাঁচি।" ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া এরূপে তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। তরঙ্গিনী এমন অসময় আসিবার কারণ বলিতে সুযোগ পাইলেন না। ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণের প্রতি এত রাগান্বিতা হইয়াছিলেন, যে তরঙ্গিনী কোন্ সময় চলিয়া গেল, তাহাও দেখিতে পাইলেন না। তিনি ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া তিরস্কার করিতেছেন, এমন সময় পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণী অনর্গল বকিতেছেন। সন্তান সন্ততি গুলি কাঁদিতেছে, তাহাতে তাঁহার ভ্রুক্ষেপও নাই। ব্রাহ্মণ সন্তান সন্ততি গুলির রোদন শুনিয়া গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "আজ এত বক্‌ছ কেন?" যেমন অগ্নিতে ঘৃত দিলে দ্বিগুণ

জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী ক্রোধে অন্ধ হইয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। বোধ হয় ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব জন্মে কত সুকৃতি করিয়াছিলেন, তাই গৃহিণীর প্রহার হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। ব্রাহ্মণ তখন বুঝিতে পারিলেন সংসারে কোন বিষয়ের অপ্রতুল হইয়াছে, তাই আজ ব্রাহ্মণী এরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

অনন্তর পুরোহিত ঠাকুর সুমধুর বাক্যে বলিলেন, "সংসারে কি কোন বিষয়ের অপ্রতুল হইয়াছে? যদি অভাব হইয়া থাকে, তার জন্য এত রাগ কেন? গৃহস্থ ঘরে কিছু সকল সময়ে পয়সা থাকে না, বিশেষ আমি রীতিমত বিদ্যা শিক্ষা করি নাই, কেবল আপনার বুদ্ধিবলে নানা প্রকার কৌশল ক্রমে এক প্রকার করিয়া কষ্টে সৃষ্টে সংসার নির্ব্বাহ কচ্ছি। তুমিত সকলি বুঝ্‌তে পার, আমিতো আর বনে গিয়ে চুপ করে বসে ছিলাম না, পয়সার চেষ্টা কর্‌তেই গিয়াছিলাম। আমার প্রতি অকারণ কেন রাগ কচ্ছো, দেখ এত বেলা হয়েছে, এখনো স্নান করতে পারি নাই। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে গিয়েছে এ বৃদ্ধ বয়সে আর কত কষ্ট সহ্য কর্‌ব, তোমার কি একটু দয়া হচ্ছে না?"

ব্রাহ্মণের পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে শুনিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন, তোমারত মিনিটে মিনিটে পিপাসা পায়, এখন কৈ কি এনেছ দেখি?"

ব্রাহ্মণ গৃহিণীর এবপ্রকার নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া যার পর-নাই দুঃখিত হইলেন, কি করিবেন "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোপি গরিয়সী" বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী প্রাণ অপেক্ষাও

আদরণীয়। তাঁহারা যুবতী স্ত্রীকে সর্ব্বদা ভয় করিয়া থাকেন, ভর্ত্তা ভার্য্যাকে শাসন করা দূরে থাকুক, প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, এমন কি স্ত্রীর কথা শুনিয়া প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ভ্রাতার সহিত অবলীলাক্রমে আত্ম বিচ্ছেদ করিয়া থাকেন। ধন্য রমণীকুল ধন্য! তোমাদের মোহিনী শক্তি। বৃদ্ধের পক্ষে তোমরা মহামূল্য হীরক অপেক্ষাও শত সহস্র গুণে মুল্যবতী। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণী আজ আমার প্রতি যেরূপ সদয়, তাতে পিপাসা নিবারণ হওয়া দূরে থাকুক, এখন ব্রাহ্মণীর হস্তে উচিত মত শিক্ষা পেয়ে পিপাসা দ্বিগুণ বৃদ্ধি না হইলে হয়। না জানি আজ এ অদৃষ্টে কত কষ্ট আছে, তাইত এখন কি করি, কেমন করিয়া গৃহিণীর ক্রোধানল শীতল করি! ব্রাহ্মণ এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী কর্কশ বচনে বলিলেন, "তোমার কি তিন বৎসর মধ্যে সাতনর দেওয়া হ'ল না, যদি দিতে না পার তবে পষ্টই কেন বল না? এত ভয়ই বা কেন, কাঙালের ঘোড়া রোগ, আমারও তাই হয়েছে। মোট্টা খাওয়া মোটা পরা তাই জোটেনা আবার সাতনর পরতে ইচ্ছে, আশাও বড় আমার কম নয়। যে গাছটার ফল হবে, তার আকার দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এখন কি এনেছ তাই দাও" এই বলিয়া ব্রাহ্মণী হস্ত পাতিলেন। পুরোহিত ঠাকুর যাহা কিছু আনিয়াছিলেন, ভয়ে ভয়ে গৃহিণীর হস্তে অর্পণ করিলেন এবং মৃদু মৃদু স্বরে বলিলেন "অতি সত্বরই তোমাকে সাতনর দেব, সম্প্রতি কিছু লভ্যের আশা আছে, একজন ধনাঢ্য বণিকের কন্যার বিবাহ

হবে, তাতে বিশেষ লভ্য হবার আশা আছে। তোমার শপথ করে বলছি, শীঘ্রই তোমার আশা পূর্ণ কর্‌ব” ব্রাহ্মণ গৃহিণীকে এইরূপ সুমধুর বাক্যে বুঝাইয়া ভাগিরথীতে স্নান করিতে গেলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বণিক চারুশশী আপন বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া একখানি পুস্তক পড়িতেছিল, এমন সময় ভৃত্য বিশ্বনাথ আসিয়া বলিল, "বাবু! পুরোহিত ঠাকুর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, অনুমতি হয়ত আসিতে বলি।" পুরোহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া বণিক চারুশশী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "যাও শীঘ্র সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।" ভৃত্য অনুমতি পাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, এবং অনতিবিলম্বেই বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। বিশ্বনাথ আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল, পুরোহিতকে পৌঁছিয়া দিয়া ভৃত্যের চলিয়া যাইবার কারণ কিছুই বুঝা গেল না। অনন্তর পুরোহিত যে তাঁহার ব্রাহ্মণীকে সাতনর দিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ জাতি গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নন, কিন্তু কেমন করিয়া প্রদান করিতে হয়, তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত নহেন। তাহা বলা বাহুল্য, ইহাঁরা বাক্‌পটুতায় বিলক্ষণ পরিচিত। গ্রহণ করিবার কৌশল গুলি যেন ইতিহাসের ন্যায় করিয়া অভ্যস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাঁরা কত শত ম্যাজিষ্ট্রেট মুনসেফ উকিলদিগকে অতি শীঘ্রই বাধ্য করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ জাতির আর একটী বড় অসাধারণ ক্ষমতা

আছে, ঘোর নাস্তিক মিতব্যয়ী অপরিচিত ব্যক্তিদিগকেও অতি সহজে বাধ্যকরিয়া আপন অভীষ্ট পূরণ করিতে পারেন। বাজিকর যেমন আপন ঝুলি হইতে বশীকরণ দ্রব্যাদি বাহির করিয়া দর্শকদিগকে মোহিত করে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও তেমনি মুখ হইতে এক একটী কামরূপ মন্ত্রপূত বচন উচ্চারণ করিয়া বণিক চারুশশীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন "চারুবাবু! তবে বিনোদ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রবোধ বাবুর সঙ্গেই কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হউক, কি বলেন?" বণিক ম্লান বদনে বলিলেন, "ইচ্ছে তাই, কিন্তু এ দিকে যে গোল হচ্ছে।" বৃদ্ধ যখন শুনিলেন বিবাহের গোল হইতেছে, তখনই ভাবিলেন, এ বৃদ্ধ বয়সে বুঝি ব্রাহ্মণীর হস্তেই ভব লীলার পরিশেষ হয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণীর নিকট অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন, বণিক চারুশশীর কন্যার বিবাহে বিশেষ লভ্য হইবে; তাহাতে গৃহিণীকে সাতনর দিবেন। এক্ষণে বিবাহের গোল শুনিয়া তাঁহার মনোমধ্যে যে কিরূপ আশঙ্কার উদয় হইল, তাহা বলা বাহুল্য। যাঁহাদিগের বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা, তাঁহারাই মনে মনে বুঝিতে পারিতেছেন। যাহা হউক এক্ষণে ব্রাহ্মণ বিবাহের আপত্তি শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেকি! গোল কিসের? তবে কি কন্যার গর্ভধারিণীর মত নাই?" বণিক বলিলেন, "সকলেরই মত আছে। বিশেষতঃ আমারত সম্পূর্ণ মত, কারণ পাত্রটীও নাকিরূপে গুণে তুল্য তাঁহার বাৎসরিক দশহাজার টাকা আয় আছে। কিন্তু কি করি বলুন; কন্যার সম্পূর্ণ অমত।" বৃদ্ধ পুরোহিত কন্যার অমত

শুনিয়া এরূপ ভীত ও হতাস হইলেন যে, তাঁহার শরীর ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িল ও পিপাসায় কাতর হইলেন। ভাবিলেন, সে দিন ব্রাহ্মণীর কেবল তিরস্কার খাইয়া অব্যাহতি পাইয়াছিলাম, আজ আর ব্রাহ্মণীর হস্তে পরিত্রাণের কোন উপায় দেখিতেছি না। ভাবিয়াছিলাম এ বিবাহটা হইলে দশ টাকা দক্ষিণা, এক যোড়া বরণের কাপড় ও কন্যার প্রণামী, সর্ব্বসমেত কোন্ না পঞ্চাশ ষাট টাকা পাইব, তাহা হইলেই এক রকম করিয়া ব্রাহ্মণীকে একছড়া সাতনর দিয়া তাহার অশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিব। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ বুঝি সে গুড়ে বালি পড়লো?

ব্রাহ্মণ আকাশকুসুমের ন্যায় এইরূপ কতকক্ষণ চিন্তা করিয়া ক্ষণকাল মৌন ভাবে বসিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ যদিও একবারে নিরাশ হইয়া বিষণ্ণবদনে বসিয়া রহিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতি সহজে আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আশা লতা যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিতা থাকে, ততক্ষণ জল সিঞ্চন করিতে নিরস্ত হন না। বৃদ্ধ ভাবিলেন, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। এই অমোঘ বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া আপন আশালতা ফলবতী করিবার জন্য পুনর্ব্বার যথোচিত যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুর ব্রাহ্মণ—বণিক চারুশশীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন? "চারুবাবু! আপনি একজন বিবেচক প্রাজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, এ বিষয়ে আপনাকে অধিক উপদেশ দেওয়া বাহুল্য। দেখুন, কন্যা বালিকা; তাহার অনভিপ্রায় বলিয়া যে ঐ শুভকার্য্যে ক্ষান্ত হইবেন, আমার বুদ্ধিতে তাহা

বড় ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। শাস্ত্রে বলে "শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কাল হরণং।"

চারুশশী বলিলেন, "পুরোহিত মহাশয়! আপনি যাহা বলিলেন, তাহার কোন অংশও মিথ্যা নহে, কিন্তু কন্যা এ বিষয় সম্পূর্ণ প্রতিবাদী, এমন কি বিবাহের কথা শুনে পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা বেশ ভূষা পরিত্যাগ করে কেবল সর্ব্বদাই রোদন কর্‌ছে, আমি বলি কি বিবাহ না হয় এখন স্থগিত থাক্।"

বণিকের কথা শেষ হইতে না হইতেই চতুর ব্রাহ্মণ আপনার অভিষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য পুনর্ব্বার বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া বলিলেন, "রাধা মাধব! বাবু এটী যেন নিতান্ত বালকের ন্যায় কথা হচ্ছে? কন্যার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর, এখন কি আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত? এতো পরিষ্কার বচনই রয়েছে, আপনি একজন বিবেচক জ্ঞানবান, আপনাকে আর অধিক কি বুঝাব, এখন কন্যার বিবাহ না দিলে পরে বিশেষ বিঘ্ন ঘট্‌বার সম্ভব। এখন আমার কথা অবহেলা কচ্ছেন? কিন্তু পরিণামে আক্ষেপ কর্ত্তে হবে।"

চতুর ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কার ভিন্ন এ কার্য্য সম্পন্ন হবে না। তিনি যদি এ সময় আস্‌তেন, তা হলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হতেম। এইরূপ মনে মনে ভাবিতেছেন, এমন সময় গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কার "নারায়ণ" এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়া বৈটকখানায় উপস্থিত হইলেন. পুরোহিত তর্কলঙ্কারকে উপস্থিত দেখিয়া আনন্দ সহকারে

বলিলেন, "আসুন আসুন! মাসাবধি আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয় না। শারিরীক ভাল আছেন তো?"

তর্কলঙ্কার বলিলেন, "আর ভায়া! আমাদের আর ভাল মন্দ, অমনি এক রকম আছি।" চারু বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "চারুবাবুর সমস্ত কুশলত?"

বণিক চারুশশী বিমর্ষ ভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ। কুশল, তবে কিনা উপস্থিত বড় বিপদেই পড়েছি।"

গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কার অতল বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া বলিলেন, "সে কি—আপনার বিপদ! ধার্ম্মিকের আবার বিপদ কি? আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, মনুষ্যরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনার সুমধুর বাক্য শুনিলে আপনাকে যেন সুধার আকর বলিয়া বোধ হয়।" তর্কলঙ্কার পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে ভায়া!"

পুরোহিত বলিলেন, "বিপদ আর কি—কন্যার বিবাহ।"

তর্কলঙ্কার তখন প্রফুল্লিত হইয়া বলিলেন, "কন্যার বিবাহ, তার জন্য চিন্তা কি? আমি অদ্যই পাত্র স্থির করিয়া আসিতেছি, বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন।"

তর্কলঙ্কার বিবাহের নাম শ্রবণে আনন্দে হাত পা নাড়িয়া গমনে উদ্যত হইল দেখিয়া পুরোহিত বলিলেন, "পাত্র আমি স্থির করেছি, সে জন্য কোন চিন্তা নাই, আসন পরিগ্রহ করুন!"

তর্কলঙ্কার মনে ভাবিয়াছিলেন, এ বিবাহে ঘটকালী করিলে বিশেষ লাভ হইবে। কিন্তু এক্ষণে পুরোহিতের কথা শ্রবণে তাঁহার আশালতা ফলবতী হইল না দেখিয়া তিনি

মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "ভায়া আমার খুব ... যাগী তাই না বলি, ভায়া কি এখানে চুপ করে বসে আ... "শুভ... হন ? মনে মনে করিলেন, মাছ দেখেছেন বোধ করি এখ... নি... ও ধ... পারেন নাই।

তর্কলঙ্কারের কথাটী পুরোহিতের মনের মত ... হওয়া... পুরোহিত হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যখন তর্ক... ঙ্কার মহাশয় এসেছেন তখন আর চিন্তা কি ?"

তর্কলঙ্কার বৃদ্ধ পুরোহিতের কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া চারুবাবুকে সাদরে সস্নেহ বচনে বলিলেন, "চারুবাবু! বিবাহের আপত্তি কি ?"

চারুবাবু প্রথমে আপনার মনোভিপ্রায় সম্পূর্ণ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "আপত্তি এমন বিশেষ কিছুই নয়, তবে কি না" বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

তর্কলঙ্কার বিবাহের আপত্তির কারণ জানিবার জন্য চারুবাবুকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

বণিক চারুশশী তর্কলঙ্কারের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে বাধ্য হইয়া বলিলেন, "কন্যার সম্পূর্ণ অমত।"

গোঁড়াদাস তর্কলঙ্কার কন্যার সম্পূর্ণ অমত শুনিয়া এককালে বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন। মনে২ ভাবিলেন, আমাকেও বুঝি ভায়ার দশা প্রাপ্ত হইতে হয়। কিন্তু তখন "যত্নেকৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোত্র দোষঃ।" এই অমূল্য হিতকর কথাটী তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল। এই কথাটীর সারর্থের প্রতি নির্ভর করিয়া চারুবাবুকে লওয়াইবার জন্য নানা প্রকার উপায় দেখিতে লাগিলেন। পরি-

শেষে এক সদুপায় স্থির করিয়া বলিলেন, "চারুবাবু! আপনার কন্যার বয়ঃক্রম কত?"

বণিক চারুশশী বলিলেন, "কন্যার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর!"

গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কার মনে করিলেন, যখন কন্যার বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছে, তখন ইহাকে দুই চারিটী বচন বলিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবেক। তর্কলঙ্কার মনে২ বিবেচনা করিয়া বলিলেন, "রাধামাধব! ষোড়শবৎসরের কন্যার মত লইয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করতে হবে? এতে আপনার নিতান্ত বালকত্ব প্রকাশ হচ্ছে।" এই কথাটী বলিয়া তর্কলঙ্কার পুনর্ব্বার পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভায়া! কি বলহে?"

পুরোহিত অমনি সুযোগ পাইয়া বলিলেন, "তাতে কি আর অণুমাত্র সন্দেহ আছে? বিশেষে চারুবাবুর এটী প্রথম শুভকার্য্য, অতি শীঘ্র সম্পন্ন করে জামাতৃ মুখ দর্শনে পরম পরিতোষ লাভ করা উচিত।"

গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কার আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "চারু-বাবুর এটী প্রথম কার্য্য বটে, "তবে এটী সত্বর সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।" তর্কলঙ্কার ভাবিলেন এমন সুযোগটা অকারণ ফাঁক যায় কেন? অতি অল্প আয়াসেই কিঞ্চিৎ লভ্য হলেও হতে পারে, কেবল একটী বচনের অভাব মাত্র। এমন গাঁদিতে ছিপ ফেলে বাদাব যে বিফল হবে না। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "নচদৈবাৎ পরংবলং, দৈব অপেক্ষা আর বল নাই। চারুবাবু আমি বলি কি, কিছু নারায়ণের

তুলসী দেওয়ান, তা হ'লে অবশ্যই শুভ হবে। ভায়া কি বল হে? চারুবাবুর শুভার্থে না হয় দুইজনে নারায়ণের তুলসী দেওয়া যাক।”

পুরোহিত তর্কলঙ্কারের অদ্ভুত কৌশল ও অসাধারণ বাক্‌পটুতায় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “তাতে কি আর সন্দেহ আছে। অবশ্য কর্ত্তব্য. আপনি যা ব্যবস্থা কর্ব্বেন, তাতে কে দন্তস্ফুট কর্ব্বে? যাহা হউক আপনি তবে বিবাহের ফর্দ্দ করুন।”

গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কার বিবাহের ফর্দ্দের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “না না—ভায়া উপস্থিত থাকতে কি আমার ফর্দ্দ করা ভাল দেখায়? ভায়া আমার বুদ্ধিতে স্বয়ং বৃহস্পতি বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, এ ফর্দ্দটা ভায়া তুমি কর্‌লেই ভাল হয়।”

পুরোহিত গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কারের কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বণিক চারুশশীকে সস্নেহ বচনে বলিলেন, “চারুবাবু! ইহাতে কি আর কোন আপত্তি আছে? তর্কলঙ্কারের ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিলে অতি সুচারু রূপেই নির্ব্বাহ হবে। এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি?”

চারুশশী মনে মনে ভাবিলেন, কন্যার বয়ঃক্রমও অধিক হইয়াছে, আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয় এবং এ শুভকার্য্যে ব্রাহ্মণের অনুরোধ অবহেলা করাও কোনক্রমে হতে পারে না। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহাদিগের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। পুরোহিত বলিলেন, “এক্ষণে মস্যাধার পাত্র ও লেখনীর আবশ্যক।”

বণিক আবশ্যকীয় বস্তু আনাইবার জন্য ভৃত্য বিশ্বনাথকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু ভৃত্য তৎকালীন তথায় উপস্থিত ছিল না সুতরাং শুনিতে পাইল না। গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কার ও পুরোহিত ভাবিলেন, যদিও বহু আয়াসে কার্য্যসিদ্ধ হইবার যোগাযোগ হলো, তাও এই চাকর বেটা হতেই দেখছি নিস্ফল হয়।

বণিক পূর্ব্বাপেক্ষা স্বর দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া ভৃত্যকে ডাকিতে লাগিলেন। ভৃত্য বাহিরে ছিল শব্দ শুনিয়া দ্রুত-বেগে আসিয়া বলিল, "বাবু কি আজ্ঞা হয়।"

চারুবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কোথায় গিয়েছিলি? শীঘ্র বাক্সটা নিয়ে আয়।"

বাবু রাগ করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া ভৃত্য সত্বরগমনে বাক্স লইয়া আসিল। পুরোহিত আবশ্যকীয় দ্রব্য পাইয়া তর্কলঙ্কারকে বলিলেন, "প্রথমে কি লেখা উচিত?" গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কার বলিলেন "লেখনা হ্যা ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ বিবাহার্থং কৃতঃ ফর্দ্দ নানা দ্রব্যস্য নামতঃ।"

পুরোহিত কৃতঃ কথাটী ভূল হইয়াছে ভাবিয়া তর্কলঙ্কারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "তর্কলঙ্কার মহাশয়! এটা কৃতঃ হইবে না কৃতং হবে?"

তর্কলঙ্কার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আঃ এই নাও, হস্ত লিপি উপক্রমণিকা ব্যাকরণ লও, দেখ কি লেখা আছে।" এই বলিয়া হস্ত লিপি ব্যাকরণ খানি ফেলিয়া দিলেন।

পুরোহিত খুলিয়া দেখিলেন, তর্কলঙ্কার যাহা বলিয়া

ছিলেন তাহাই আছে, তখন লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ তাই আছে।"

তর্কলঙ্কার পুরোহিতের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "ভায়া বুদ্ধিমান হইয়া যেন দিন দিন নির্ব্বোধের ন্যায় কথা বলিতেছ। কি আশ্চর্য্য! আমার ভুল হইবে, এ সকল অতি অর্ব্বাচীনের প্রকরণ।"

পুরোহিত অপ্রস্তুত হইয়া বলিল "যেতে দিন নস্য লন।"

গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কার নস্য লইয়া বলিলেন, "কি লেখা হল?"

পুরোহিত বলিলেন, "বর কন্যার পরিধেয় বস্ত্র দুই যোড়া একশত টাকা লিখিয়াছি।"

তর্কলঙ্কার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "অগ্রে আমাদিগের উভয়ের পরিধেয় গরদবস্ত্র দুই যোড়া লেখ না? কি আশ্চর্য্য! বর কন্যার বস্ত্র না হয় পরে লেখা হবে, তার জন্য এত ব্যস্ত কেন? অগ্রে আমাদিগের বরণের বস্ত্র আবশ্যক তাই লেখ না?"

বণিক পুরোহিতের ও গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কারের গরদবস্ত্র শুনিয়া বলিলেন, "তর্কলঙ্কার মহাশয়! আপনাদিগের গরদবস্ত্র না করিয়া সিমলার ভাল ধুতি দুইযোড়া হউক না কেন?"

তর্কলঙ্কার মনে করিলেন, মূল্য গরদ বস্ত্র অপেক্ষা ন্যূন হইবে, অতএব ইহাতে আমাদের সমূহ ক্ষতি, এইরূপ মনে মনে বিবেচনা করিয়া বণিক চারুশশীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন? "বাবু! আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী মহৎলোক,

দয়াদাক্ষিণ্য গুণে ভূষিত. সাক্ষাৎ লক্ষ্মী গৃহে বিরাজমান, আপনার উচ্চদরের দৃষ্টি, আপনার মুখে এ কথাটা ভাল বোধ হচ্ছে না। বিশেষ আমাদের বাটীর স্ত্রীলোকেরাও আশা করে আছে।”

চারুবাবু বলিলেন, “আচ্ছা মা ঠাকুরুণদেরও না হয় স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হবে।”

যেমন জোঁকের মুখে লবণ দিলে তাহার নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা থাকেনা, তদ্রূপ বণিকের এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ-দ্বয় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। কি আশ্চর্য্য বর্ত্তমান-কালে কামিনীকুল বৃদ্ধের যেন মস্তকের মণি। বোধ করি তাঁহারা রমণীর কথা শুনিয়া এই দুর্ল্লভ মানবদেহ অবলীলা ক্রমে তরিত্যাগ করিতে পারেন। রমণীকে যেন তাঁহারা দেবলোকের সোপান সদৃশ জ্ঞান করেন। গোঁড়া-দাস তর্কলঙ্কার এইমাত্র বলিয়াছেন, সাদা ধুতি লইবেন না, কিন্তু যেই তাঁহার যুবতী বণিতার পরিধেয় বস্ত্র হইবে শুনিলেন. অমনি স্বীকার করিলেন। বণিকের কথায় তাঁহার যুবতীর শ্রীচরণ দুখানি মনে পড়িল, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তাওত বটে, ব্রাহ্মণী পাছা পেড়ে কাপড় পরিতে বড় ভালবাসেন। যখন মাছ গেঁথেছি তখন একটু খেল দিলেই ধরা যাবে।

বণিক যখন নিজমুখে পত্নীর বস্ত্রের কথা উত্থাপন করিয়াছেন, তখন পাছা পেড়ে অবশ্যই হইবেক, কেবল আর একটী বচনের অপেক্ষা মাত্র। তৎপরে পুরোহিতের প্রতি কহিলেন, “কত দূর লেখা হলো ভায়া ?”

পুরোহিত বলিলেন পাত্রের হীরকের অঙ্গুরী পাঁচটী ও পাদুকা এক যোড়া দশ টাকা, আর কি লিখিব বলুন ?”

গোঁড়াদাস তর্কলঙ্কার পুনর্ব্বার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “ওহে ভায়া ! তোমাকে কি পুনঃ পুনঃ বল্‌তে হবে, এক একটা করিয়া শেষ কর না। অগ্রে আমাদের তা লিখেছ ? তা সম্পন্ন করে অপর একটী আরম্ভ কর না ? কি আশ্চর্য্য, তোমার বয়ঃক্রম আশী বৎসর হলো, তথাপি কোন কার্য্যে পরিপক্ক হলো না। অকারণ আর কালহরণ করো না, লিখ্‌তে আরম্ভ কর। বর কন্যার যা যা লিখ্‌বে আর আমাদেরও যা যা দরকার লিখ্‌বে। বিস্মরণ হয়ো না. বিশেষ স্মরণ করে লেখ। যেন কোন বিষয়ে ক্ষুদ্র দৃষ্টি করো না। বিশেষ বাবু অতি দানশীল, দয়া দাক্ষিণ্য গুণে ভূষিত, ব্যয় কর্‌তে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নন, তখন তুমি কেন সে বিষয়ে কৃপণ হচ্ছো ? এতে নিন্দে হবে যে ? বাবু অতি মহৎ ব্যক্তি ভদ্র সন্তান, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী গৃহে বিরাজমান ! আমরা যা বল্‌বো. তাতে দ্বিরুক্তি কর্‌বার তো কিছুই নাই। বাবুর মহৎবংশে জন্ম, স্বভাবও মহতের ন্যায়। ভায়া ! আমার মতানুসারে কার্য্য কর, যে কার্য্যটী অতি সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হবে। দশ জন লোকেও দেখে শুনে সুখ্যাতি কর্‌বে।”

পুরোহিত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লিখিয়া বলিলেন. “তর্কলঙ্কার মহাশয় ! সমস্তই লেখা হয়েছে।”

গোঁড়াদাস তর্কলঙ্কার সমস্তই লেখা হইয়াছে শুনিয়া ফর্দ্দ খানি হাতে করিয়া লইলেন, পরে বণিক চারুশশীকে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন, "বাবু! দ্রব্যাদি না হয় আমরা ক্রয় কোরে দেব।"

চারুবাবু বলিলেন, "না না—আপনাদের ক্রয় কর্ত্তে হবে না, আমিই লোক জন দ্বারা ক্রয় করাব। আপনাদিগের দর্শন পাওয়াই দুর্ল্লভ, তাতে আপনারা দয়া কোরে আমাকে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এই আমার পরম সৌভাগ্য।"

গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কার ভাবিয়াছিলেন, স্বহস্তে দ্রব্যাদি ক্রয় করিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে, কিন্তু যখন শুনিলেন, বণিক ভৃত্য দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয় করাইবেন, তখন তাঁহার সে আশাটী মনেতেই লীন হইল। তর্কলঙ্কার ভাবিলেন, বাটী হইতে অনেকক্ষণ আসিয়াছি, ব্রাহ্মণী তাঁবার চাকৃতি ভিন্ন বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবেন না। যেরূপে হউক, ইহাঁর মস্তকেই হস্ত বুলাইয়া কিছু হস্তগত করিতে হইবে। কিন্তু এস্থানে তীক্ষ্ণ হূলবিশিষ্ট বঁড়শীর ন্যায় এক বচন আবশ্যক; নতুবা কার্য্য সিদ্ধ হওয়া অতীব দুর্ঘট দেখিতেছি। তর্কলঙ্কার এই ভাবিয়া একটী বচন বলিয়া রীতিমত ব্যাখ্যা করিলেন। "বালোবা যদি বা বৃদ্ধো যুবা বা গৃহমাগত, পূজনীয় যথাযোগ্যং সর্ব্ব অভ্যাগতো গুরুঃ।" বালক বৃদ্ধ কিম্বা যুবা আলয়ে উপস্থিত হইলে সাধ্যানুসারে পরিতোষ করা কর্ত্তব্য, কাহাকেও বিমুখ করা উচিত নয়। চারুবাবু বিশেষ আপনি একজন ধর্ম্মপরায়ণ দানশীল, আপনার এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করা উচিত। বাবু বিবাহের দক্ষিণার স্বরূপ কিছু অগ্রিম দিলে ভাল হয় না?

বণিক বলিলেন, "দক্ষিণার জন্য কোন চিন্তা নাই, বিবাহ সম্পন্ন মাত্রেই দেবো।"

তখন গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কার বণিকের এই বজ্র সদৃশ কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, তাইত কি করি, আজ দেখছি নিতান্ত ব্রাহ্মণীর হস্তে গাত্রবেদনা হইবে। বিধি আজ একান্তই মিষ্টি মিষ্টি তিরস্কার অদৃষ্টে লিখিয়াছেন। বুঝিলাম কৌশলে হইল না, স্পষ্টাক্ষরেই বলতে হলো। গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কার অগত্যা গৃহিনীর তিরস্কার ভয়ে ভীত হইয়া লজ্জা ভয় দূরে দিয়া স্পষ্টই বলিলেন, "না না, সে জন্য বলি নাই, অদ্য হৌক কল্য হৌক, পরশ্য হৌক দেবেন, তার জন্য কোন চিন্তা নাই, তবে কিনা সম্প্রতি বর্ষাকাল, অনেক গুলি পোষ্য, বড় কষ্টেই দিনপাত কত্তে হচ্ছে, সেই কারণেই বলেছিলেম।"

বণিক প্রকৃতই দয়াবান ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তিনি পরের দুঃখে কাতর হইলেন, সুতরাং ব্রাহ্মণের কাতর উক্তি শ্রবণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দিয়া বলিলেন, "যদি এ অধম দাসের প্রতি এত অনুগ্রহ হইল, তবে অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।"

তর্কলঙ্কার মনে মনে ভাবিলেন, বলিবা মাত্র স্বীকার করা উচিত নয়, তাহাতে আপনার মানের লাঘব হইতে পারে; কিন্তু যদি অস্বীকার করিলে পুনশ্চ আর অনুরোধ না করেন তাহা হলেই সর্ব্বনাশ। ক্ষুধায় জঠরানল জ্বলিতেছে পিপাসাও প্রবলরূপ, যাহা হউক অগ্রে কোন ক্রমেই স্বীকার করা উচিত নয়। এই ভাবিয়া তিনি পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ

রাখিয়া বলিলেন চারুবাবু অদ্য অপরাহ্নে ভোজন করিয়া বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইতেছে—না হয় কল্য হইবে।

তর্কালঙ্কার পুরোহিতের অভিপ্রায় জানিবার জন্য বৃদ্ধ পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভায়া কি বলহে ?"

তৎকালীন পুরোহিতের ক্ষুধা হইয়াছিল সুতরাং তাঁহাকে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিতে হইল। তিনি কৌশল করিয়া বলিলেন, "যদি চারুবাবুর ইহাতে বিশেষ আনন্দ হয়, তা হইলে ক্ষতি কি !"

তখন বণিক চারুশশী জলযোগের উদ্যোগ করাইয়া তাহাদিগকে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

পুরোহিতের ক্ষুধা হইয়াছিল, সুতরাং বণিক বলিতে না বলিতে, আসনে গিয়া উপবেশন করিয়া, উদরদেবের পূজা আরম্ভ করিলেন।

তর্কালঙ্কারও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না। মনোহরা ও চম্‌চম্ যেন তাঁহার মনকে হরণ করিয়া, শরীর চম্‌চম্ করিয়া দিতে লাগিল। তিনিও উদর-দেবের পূজায় ব্রতী হইলেন।

গোড়াদাল তর্কলঙ্কারের অর্দ্ধেক যখন ভোজন হইয়াছে, তখন তিনি বলিলেন, "চারুবাবু ! দ্রব্যাদি সমস্ত পবিত্র বোধ হয়, কারণ বোধ হয় পবিত্রই হইবেক।"

বণিক বলিলেন, "সে কি ! আপনাদের আচার অনুষ্ঠান কি, আমি বিশেষ জানিনা ? এ আপনাদের বলা বাহুল্য মাত্র।"

বণিকের কথা পরিশেষ হইতে না হইতেই তাঁহাদের

উদরদেবের পূজা শেষ হইল, তর্কলঙ্কার হস্ত প্রক্ষালন করিতে করিতে বলিলেন, "বেশ বেশ শুনে বড় আপ্যায়িত হইলাম। আর কেনই বা না হবে, ভদ্র সন্তান, মহৎ বংশে জন্ম, দৃষ্টি ও মহতের ন্যায়। আপনার নাম চারু, কার্য্যগুলিও সুচারু। আপনার সদৃশ মহৎ ব্যক্তি কখন দেখিনি, দেখবো না। আপনি একজন বিবেচক প্রাজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ; আপনাকে শাস্ত্রসম্বন্ধ অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। "ভোজন পদ্ধতিতে" এই রকম একটা বচন আছে, 'সদক্ষিণাৎ ব্রাহ্মণং ভোজনং কর্ত্তব্যং।" দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণ ভোজন করা কর্ত্তব্য। যদি সকল কার্য্যই সুচারুরূপে উদ্ধার হোল, তবে আর সামান্যের জন্য বাকী থাকে কেন? আপনি ধর্ম্ম-পরায়ণ, সেই কারণেই আপনার শুভার্থে বলছিলেম।—"বিনা দক্ষিণায় ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে, ফলের কিছু ক্রটী হয়। আপনি যেরূপ মহৎ ও দানশীল, তাতে এ সামান্যের জন্য কার্য্যটা অঙ্গহীন হয়ে থাকে কেন?"

বণিক চারুশশী প্রকৃতই দয়াবান ও দানশীল ছিলেন। সুতরাং তাঁদের বাক্‌জালে পড়িয়া কিঞ্চিৎ দণ্ড দিয়া পরিত্রাণ পাইলেন।

গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কার ও পুরোহিত, পাঁচটী করিয়া রূপচাঁদ পাইয়া আনন্দে দন্ত দুপাটী বাহির করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের হাস্য দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন চপলা গগনচ্যুতা হইয়া তর্কলঙ্কারের ও পুরোহিতের বদনোপরি বিরাজ করিতেছেন। ভাবিলেন, অন্য দিন ব্রাহ্মণীর নিকট জুজু হইয়া থাকিতে হয়, আজ

এই রূপচাঁদকে হাতের উপর নৃত্য করাইয়া, ব্রাহ্মণীর মন প্রাণ হরণ করিব। ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন, প্রতিদিন ব্রাহ্মণীর চরণে ধরিতে হয়, আজ এই রূপচাঁদের ঠুন্ঠুন্ শব্দ শুনাইয়া, আপনার পদসেবা করাইব। কি আশ্চর্য্য! রূপচাঁদের কি অদ্ভুত শক্তি। যেমন,—চুম্বক প্রস্তর লৌহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রুপ রূপচাঁদও যেন অহঙ্কারকে আকর্ষণ করে। পাঠক মহাশয়! রূপচাঁদের মুখ দেখিয়া কেবল যে, গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কারের মনে মনে আত্মগরিমা হইয়াছিল, এমন নহে।

যে ধনী দেহ চিরস্থায়ী ও ধন অক্ষয় জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহাদের এ দশা ঘটিয়া থাকে। বিশেষ যাহারা রূপচাঁদ লোহিত কি পীত দেখে নাই। যাহারা অতি দরিদ্র হইতে ঐশ্বর্য্যশালী হয়, তাহাদেরই জ্ঞানালোক তমান্ধকারে আবৃত থাকে।

যাহাহউক অতঃপর গেঁড়াদাস তর্কলঙ্কার বাড়ী যাইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। যে দিন ধাতুর মুখ দেখিতে না পান, সে দিন যেন নিরাশ্রয়ের ন্যায় এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ান, আজ রূপচাঁদের মুখ দেখিয়া আনন্দের সীমা নাই। তিনি আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া বণিক চারুশশীকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বণিক দুহিতা নিরুপমার চরিত্র মন্দ হইতে লাগিল। প্রমোদ নামক একটী যুবা বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইবে। যুবকটীর আকার স্থূল নহে, তাদৃশ কৃশও নহে। চক্ষু দুটী যেন স্ত্রীলোকের মন প্রাণ হরণ করিতেছে। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, যেন তাহার চিত্তমীন এই যৌবন সলিলে সন্তরণ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যাধ যেমন শ . া ন যোজনা করিয়া মৃগের অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ নবীন যুবক বাগানের নিকট আসিয়া যেন নিরুপমাকে নয়নবাণে বিদ্ধ করিবার জন্য তাহার সেই লোচন পল্লব দুটী ধীরে ধীরে ফেলিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহার সুমধুর কোমল কণ্ঠস্বর শুনিলে বসন্ত সখার স্বর কর্কশ বলিয়া বোধ হয়। নবীন যুবক কখন একটী সুমধুর সংগীত ধরিয়া বাগানেব ধারে ধারে বেড়াইতেছে, কখন বা তথা হইতে অন্তরে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে যুবক তথায় অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া অকস্মাৎ চলিয়া গেল।

দিনমণি তখন অস্তাচলে আরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন। এদিকে সুরবালার আসিবার সময় হইয়াছে ভাবিয়া নিরুপমা বকুল বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নবীন যুবতী নিরুপমা তাহার 'মনের কথ' সুরবালাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিত। তাহাকে এক মুহূর্ত্ত না

দেখিলে আকুল হইত, যুবতীর সুরবালার সহিত মনের কথা পাতান ছিল। আজ তাহার মনের কথার সহিত অনেকগুলি কথা ছিল, কিন্তু মনের কথা আসে নাই। সুতরাং তাহার মনের কথা মনেই রহিল। যুবতী আক্ষেপ করিয়া বলিল, "কাল মনের কথা বলিল, বকুল বাগানে দেখা হবে. সন্ধ্যাওতো প্রায় হলো, তবে এখনো এলোনা কেন? মনের কথাকে যে কি চক্ষে দেখেছি ক্ষণকাল না দেখলে প্রাণ বাঁচে না। আমি অতি অভাগিনী, কেবল চিরদিন মদনের তীক্ষ্ণ শরে এ দেহ জর্জ্জরিত হলো! পোড়া সমাজের কি কুনিয়ম চিরদিনের মতন একজনকে মন প্রাণ সমর্পণ কর্ব্বো, তাও পছন্দ করে হবে না। যদি ধনী হলেই মনের মিল হতো, তা হলে আর ভাবনা কি? এখনকার বাপ মার টাকা পেলেই হলো, বুড় হাবড়া গ্রাহ্য নাই—মেয়ে এদিকে কেঁদে রাত কাটাক না কেন, তাঁদের তাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। পোড়া বাপ মার বুদ্ধি কি দিন দিন লোপ পাচ্চে? বৎসর যেন জলের ন্যায় যাচ্ছে. কিন্তু আমার পক্ষে এক এক বৎসর এক এক যুগ বলে বোধ হচ্ছে। আমার বয়স দেখ্‌তে দেখ্‌তে ষোল বৎসর হলো, এখন কোথায় মনের মতন পতি পেয়ে আমোদ প্রমোদ কর্ব্বে; তা না হয়ে পঞ্চাশ বৎসরের ভের কেলে এক বুড়ো মিন্‌সের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে? তা হোক না কেন, তাতে আর আমার ক্ষতি কি? আমি যখন প্রমোদকে মন প্রাণ সমর্পণ করেছি, তখন সেই আমার হৃদয়ে স্থান পাইবার উপযুক্ত। প্রমোদের ঢুলু ঢুলু আঁখি দুটির দিকে চাইলে কি আর আমাতে আর আমি

থাকি? যদিও আমি প্রমোদের অদর্শনে দারুণ বিরহ যাতনা সহ্য কচ্ছি, তথাপি তাহার সেই মোহন মূর্ত্তিটী দিবানিশি হৃদয় মন্দিরে ধ্যান কচ্ছি। আমার এই হৃদয় সরোবরের যৌবন সলিলে সেই নয়নরঞ্জন অপরূপ লাবণ্যময় প্রমোদ হংসই সন্তরণ দিবার যোগ্য। প্রমোদ যে নয়নবাণে বিদ্ধ করেছে, সে বাণ কি আমার সেই হৃদয় রতন ভিন্ন অন্যে এ হৃদয় হতে তুল্‌তে পারে? যদি কখন তাকে দেখ্‌তে পাই, তবেই এ জ্বালা নিবৃত্তি হবে।

যখন যুবতী আক্ষেপ করিতেছিল, তখন তাহার 'মনের কথা' সুরবালা চুপি চুপি আসিয়া বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়াছিল। নিরুপমার কথা শেষ হইবামাত্র বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া বলিল, "কি জ্বালা লো মনের কথা! শুন্‌তে পাইনে?" বণিককন্যা সুরবালাকে অকস্মাৎ সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া চকিত হইল এবং আপন মনভিপ্রায় গোপন করিয়া বলিল, "এমন কিছু নয় ভাই, অনেকক্ষণ তোমাকে দেখিনি, সে জন্যই পোড়া মন যেন হুহু কচ্ছিলো। তাই বলছিলেম এখন যদি মনের কথা আসতো তা হলে এ জ্বালা নিবৃত্তি হতো।" সুরবালা নিরুপমা মনের কথা গোপন করিতেছে বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "যার জন্যে যার কাঁদে প্রাণ, বুঝতে পারি তার দেখ্‌লে বয়ান।" আর গোপন কর কেন ভাই! স্পষ্টই কেন বল না?

নিরুপমা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সে কিলো মনের কথা! তোর কাছে কি কিছু গোপন আছে? একেত

পোড়া মনে কিছু সুখই নাই, তাতে যদি মনের কথার কাছে জুটে। মনের কথা না বলবো, তবে এমন ভালবাসাই কেন ?"

সুরবালা দেখিল এখনো গোপন করিতেছে, সুরবালা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "না বরে ভাই ভাই বা কি, থাকৃবে নাকো জানতে বাকী।" আজ ভাই তোমার মন যেন সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখ্ছি, অন্যদিন দেখা হলে কত তামাসা কর্ত্তে, মুখে হাঁসি ধর্ত্তো না, আজ তোমার সেই হাঁসি হাঁসি মুখ খানি যেন বিরহ আগুনে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। তার প্রত ক্ষ কেন দেখনা, মাধবীলতা গাছের কোকিল কেমন স্থির চিত্তে বসে আছে যেন প্রাণসখাকে দেখবে বলে সহচরী-গণের দিকে দৃষ্টিপাত না করে কেবল ভালবাসার কণ্ঠস্বর প্রতীক্ষা কচ্ছে তোমারও ভাই ঠিক কোকিলার ন্যায় ভাব দেখ্ছি।"

বণিক দুহিতা নিরুপমা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "তুইতো লো! তুই যে ঠিক অনুমান করেছিস্, ঐ যে কথায় বলে, "চোরের মন বোঁচ্কার দিকে" তোর ভাই তাই হয়েছে।"

সুরবালা বলিল "কাজ কি ভাই আমার কথায়, শেষে কর্বে হায় হায়" এখন তবে ভাই আমি আসি।

বণিক কন্যা তাহার মনের কথা রাগ করিয়াছে, বুঝিতে পারিয়া মধুর সম্ভাষণে বলিল, "সে কিলো মনের কথা! আমার মাথা খা বোস।"

সুরবালার মনে সুখ ছিল না তাহার এক ননোদ সর্ব্ব-

দাই তাহাকে গঞ্জনা দিত, সেই ভয়ে অধিকক্ষণ বসিতে বড় সাহস করিতে ছিলনা, নতুবা রাগ করে নাই। সুরবালা ভাবিল, এখন চলিয়া গেলে মনের কথা ভাবিবে আমি রাগ করিয়াছি. ভাল একটু বসিয়াই যাই। ক্ষণপরে মলিন বদনে বলিল. "বস্‌বো কি ভাই আমার হয়েছে সকল দিকে জ্বালা, ঘরে যে ক্ষুদে ননোদ আছে, এতক্ষণ হয়ত ভাইয়ের কাছে আমার কত নিন্দা কচ্ছে।"

নিরুপমা বলিল "নিন্দা করে আর কি কর্ব্বে, বাতাস লাগুক না কেন, গাছ না নড়লেই হলো, তোর ভালবাসাত ভালবাসে?"

সুরবালা বিষণ্ণবদনে বলিল, "সুখের কপালে ছাই! এক এক দিন মনে এমনি ঘৃণা হয়, ইচ্ছা করে বিষ খেয়ে মরি।"

নিরুপমা যখন বুঝিল, তাহার পতির সহিত মনের মিল আছে তার স্বামী তাকে ভালবাসে. তখন তার সেই কমল বদন মলিন হইল ও চারু আঁখি যুগল হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। মনে ভাবিল, মনের কথা মনের মতন স্বামী পাইয়াছে, তাই পরস্পর দৃঢ় প্রণয় সূত্রে বদ্ধ হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেছে। আমার ষোল বৎসর বয়ঃক্রম হইল, এখনো স্বামী যে কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যদি বিধি প্রসন্ন হয়ে ফুল ফুটাইলেন, তাও ভাগ্যদোষে মনগত অলিরাজ মিহনে কিনা বৃদ্ধ গুবরে পোকা তার মধুপান কর্ব্বে? আপনার কপালের ভোগ অবশ্যই ভোগ কর্ত্তে হবে, তাতে আর পরের দেখে আক্ষেপ করলে কি হবে?

নিরুপমা সুরবালার দুঃখে দুঃখিনী ছিল ও তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাহার মনের কথা সুরবালা সংসারে গঞ্জনা পায় শুনিয়া দুঃখিত হইল এবং বলিল, "ছি ও কি লো! চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবি" তোর ভালবাসার মন যুগিয়ে কাজ কল্লে অবশ্যই তোকে ভালবাসবে! শুনেছি নাকি পুরুষের মনের মতন কাজ কোরে গালে ঠোকনা মারলেও কথা কয় না, পুরুষকে বশ কর্ত্তে কতক্ষণ লাগে? মেয়েমানুষ যদি চতুর হয় তো মেয়েমানুষের পায়ে তেল দিতে দিতে প্রাণ যায়। মনের কথা যদি কিছু খরচ করতে পারিস, তা হলে তোকে আর মাটিতে পা দিতে হয় না, কেবল ভালবাসার বুকে বুকে থাকবি। তোরে এক তিল না দেখতে পেলে আকুল হবে, তোর মত নিয়ে সকল কাজ কর্ব্বে। আর ভাই তোর ননোদকে চক্ষে যেন বিষ দেখবে।"

স্বামী ভালবাসিবে সুরবালা এই কথা শুনিয়া মনে ভাবিল এ পোড়া কপালে নাকি আমার এত সুখও হবে? মনের কথা বল্লে যদি তা যথার্থ হয়, তা হলে টাকা খরচ কর্ত্তে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই। এমন বিদ্যা কি কখন হতে পারে যে স্বামী ননোদের কথা শুন্‌বে না, তার সঙ্গে পরামর্শ না করে আমার সঙ্গে পরামর্শ কর্ব্বে। সে তার যে রকম মন যোগায়, তাতে তাকে না বুকে রাখ্‌লে বাঁচি। যাই হোক মনের কথা যা বল্লে তাই করেই কেন দেখি না, আর মনের কথার কোন কথা অগ্রাহ্য কর্ব্বো না।

সুরবালা নিরুপমার প্রমুখাৎ বশীকরণের এই অদ্ভুত

কথা শুনিয়া নিরুপমার অতিশয় বাধ্য হইল ও যুবতী যাহা বলিতে লাগিল, তাহা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিতে লাগিল। কেবল সুরবালা বলিয়া কেন, রমণী মাত্রেই স্বামীকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহারা স্বামীকে বাধ্য করিতে পারিলেই আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। স্বামীকে বাধ্য করিবার জন্য আপনার গাত্রের সমস্ত ভূষণ দিতেও কুণ্ঠিত নয়; এমন কি কত শত যুবক যুবতী স্বামী ভালবাসিবে বলিয়া অজ্ঞাত কুলশীলের নিকট হইতে বশীকরণ ঔষধ খাওয়াইয়া জন্মের মতন অমূল্য পতিধনে বঞ্চিত হইয়া পথের ভিখারিণী হইয়াছে। হা! আজ বুঝি সুরবালারও সেই দুর্ভাগ্য উপস্থিত। সুরবালা সত্বর কার্য্যসিদ্ধি করিবার জন্য নিরুপমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মনের কথা! কি এমন দ্রব্য আছে ভাই যে, স্বামী প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিবে? আমার মাথা খ', স্পষ্ট করে বল।"

নিরুপমাও তাহার স্বামীর দুরাবস্থার পরামর্শ দিতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইল না। যুবতী বলিল, "শুনেছি নাকি তেলীদের শ্যামলতা ভাল ভাল বশীকরণ জানে। তারে কিছু দিলেই, এ কাজের কাজী হয়। আমি তারে মাসী বলে ডাকি, সেও আমাকে মেয়ে মেয়ে করে। আমি একদিন বল্লেম, হাঁগা মাসী! তুমি যে একা এ দাওয়ায় শুয়ে থাক, তোমার কি কিছু ভয় করে না? আমার কথা শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, অমন কথাটী বলো না বাছা! একা যেন না শুতে হয়। আমিও তামাসা করে বল্লেম, সেকি গো মাসী তোমার কাছে তবে আবার কে শোয়?"

মাসী আবার হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, "কাকের বাসায় কোকিল হয় শুনেছতো? আমারো এ ভাই; দিনের বেলা যেমন বয়স তেমনি মানুষ দেখায়। লোকে ভাবে মাসীর তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনও প্রাণে সক্ আছে; কিন্তু বাছা, যখন রাতে মোহিনীবেশ ধরি, তখন কত ফোচ্‌কে ছোঁড়া ঘরে ষোল বৎসরের বৌ ফেলে আমার দোরে হত্যা দেয়। তোমার কি বাছা আমি ফেল্‌না মাসী। যারে একবার একটা পান পড়ে খাওয়াব, সেকি তার কখন ভুলতে পার্কে? আমার পিরীতের গোলাপ জলে হাবুডুবু খেতে হবে।" বোল্‌ব কি ভাই মনের কথা! মাসীর কথা শুনে অবাক্ হয়ে গেলেম। মাসীকে বল্লেম, মাসী আমাকে একটা বশীকরণ শিখাবে। দেমাক হলো, বল্লে আমি বশীকরণের কি জানি বাছা যে, তোমাকে শিখাব?—পরে আমার কাকুতি মিনতি দেখে বল্লে, এ সব বাছা বড় দুঃসাহসের কাজ, গোপনে কর্ত্তে হয়। তোমাকে নাকি বড় ভালবাসি, সেই জন্যই বল্‌ছি শোন বলি বলে, "কাণে কাণে বলে দিলে, আমি ভাই এখনও পরীক্ষা করে দেখিনি। তুই যদি শিখ্‌তে চাস্‌তো শোন, আমাদের পুকুরের ঈশান কোণে যে ফুলগাছ আছে, মূলানক্ষত্রে নিশিরাত্রে উলঙ্গ হয়ে তার মূল তুলে কাল গাই ও বাছুরের দুধের সহিত পিসে খওয়ালে বড় বশ হয়।"

সুরবালা নিরুপমার কথা শুনিবামাত্র বলিল, "আচ্ছা ভাই! আমি কালই পরীক্ষা ক'রে দেখবো।—মনের কথা, তুমিতো ভাই আমাকে এত ভালবাস, কিন্তু আজ ভাই তোমার বিমর্ষের কারণটা বল্লে না?"

নিরুপমা বলিল, "আজ ভাই বিমর্ষ হবার কারণ আছে। বাবা কোথা হ'তে একটা হতভাগা বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছেন। তেশরা বৈশাখ বিয়ের দিন হয়েছে, চরিত্র যে কেমন, কিছুই বুঝতে পারলেম না। পোড়া টাকার মুখেও ছাই, এমন বাপ মার মুখেও ছাই।"

সুরবালা যুবতীর ইচ্ছাধীন বিবাহ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সেকি লো মনের কথা! তোমার ভাই সবই নূতন; যখন ভাই সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, তখন বিয়েতো কর্ত্তেই হবে।"

নিরুপমা রাগভরে বলিল, "তুই ভাই আর জ্বালার উপর জ্বালস্নে, উপায় না করে কি আর নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। বাপ মা যদি মেয়ের দুঃখ না বুঝবে, তবে আর কিসের বাপ মা।—অমন বাপ মার মুখে ছাই।"

সুরবালার যদিও নিরুপমার সহিত মনের কথা পাতান ছিল, যদিও উভয়ে প্রণয়ে প্রণয়সূত্রে বদ্ধ ছিল, তথাপি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইল। সুরবালা তাহার এই অনিষ্টকর কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিল, "কই ভাই তোমার বিমর্ষের কারণ বল্লে না?"

নিরুপমা বলিল, 'আর ভাই! অভাগিনীর দুঃখের কথা আর কি বলব? তার পর দুটো ভট্টাচার্য্য 'নারায়ণ নারায়ণ' শব্দ কর্‌তে কর্‌তে বৈটকখানায় এসে ব'স্‌লো। বাবা তখন অন্দরে শুয়েছিলেন, তাদের 'নারায়ণ নারায়ণ' শব্দ শুনে উঠে এলেন। মিন্‌সে গুলো আগে ভাগেই সেই তের কেলে

খুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা তুললে। হতভাগা মিন্‌সে গুলো যেন এক একটা সং বিশেষ।

সুরবালা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সং কিলো ?"

বণিক দুহিতা পুনর্ব্বার বলিল, "তাদের সং বল্‌বোনাতো কি বল্‌ব ? মিন্‌সেগুলোর রূপ দেখ্‌লেই হরিভক্তি উড়ে যায়।—আবার খাবার সময় ব্যাখ্যানই বা কত ; এটা খাই না, ওটা খাই না ; মরণ আর কি, এমন আপদও জোটে। মিন্‌সে গুলো যেন ভোজবিদ্যা শিখে এসেছিল। এমনি ছল করে বল্‌তে লাগলো যে, বাবা আর তাতে দ্বিরুক্তি কর্‌তে পারেন না। হতভাগা মিন্‌সে গুলো যেন ধূলোপড়া দিয়ে স্বীকার করালে।"

সুরবালা নিন্দা করিবার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তার পর কি হলো ?"

যুবতীও পুনর্ব্বার নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল।—"তার পর ভাই! দিব্যি ক'রে জলযোগ করে হরে রাম হরে রাম কর্ত্তে কর্ত্তে চলে গেল।—যাহোক ভাই! অনেক অনেক বহুরূপী দেখেছি বটে, কিন্তু এমন সং কখন দেখিনি।"

সুরবালা তাহার বিস্ময়ের কারণ শুনিয়া বলিল, "মনের কথা! তুমি ভাই ও সব কুবুদ্ধি ত্যাগ কর, বাপ মার মতে মত কর। আমি ভাই এখন আর বিলম্ব কর্‌তে পাচ্ছিনে, অনেকক্ষণ এসেছি ; এখন ভাই চল্লেম।—এই বলিয়া সুরবালা উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এখন আর যুবতী তাহার গমনে কোন আপত্তি করিল না। কারণ সে সময় যুবক প্রমোদের আসিবার কথা ছিল। কেবল মৌখিক একবার বলিল,

"ওকি চল্লি যে, কাল আস্‌বিতো?" বুদ্ধিমতি সুরবালা তাহার মনের কথা, গোপন করিল বুঝিতে পারিয়া মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল "দেখি পারিত আস্‌বো" এই বলিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে নিশানাথ ক্রমেই তাঁর তিমিরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। যুবতী ভাবিল, প্রমোদ বুঝি আসিল না। যাহোক আমি অতি অভাগিনী, পোড়া মদনের জ্বালা আর সহ্য হয় না। অবলাবালাই কি এত অপরাধ করেছিল, যাদের জ্বালা দিলে নিবারণ হবে, তাদের কাছে যাবে না। লোকে বলে অমুকের বাপের এত বিষয় তবু ঘরে থাক্‌লো না, কালামুখো মাগীগুলোত ভুলিয়ে বুঝ্‌বে না; মুখের কথা বল্লেই হলো। তারা কি সাধে যায়, তাদের ইচ্ছেত থাকে, পোড়া রোগে যে থাক্‌তে দেয় না।—আহা কেমন সুন্দর সুন্দর বকুল ফুলগুলি পড়ে রয়েছে, ইচ্ছে করে এক একটী করে কুড়িয়ে এক ছড়া মনের মতন করে মালা গাঁথি। মালা গেঁথেই বা কি কর্ব্বি, মালা গাঁথলে পোড়া জ্বালা হয়তো দ্বিগুণ জ্বলে উঠবে। পোড়া যামিনীর আর বিলম্ব শয় না; কারো ভাদ্র মাস কারো বা সর্ব্বনাশ! যামিনী যেন তার প্রাণপতির মন হরণ কর্ব্বে বলে আপন বেশ ভূষার উদ্যোগ কচ্ছে। তারই বা দোষ কি, আমার পতি নাই বলে কি যামিনী তার প্রাণপতিকে দেখা দিবে না, না স্বামীর সঙ্গে আমোদ প্রমোদ কর্ব্বে না? পরের দেখেই বা দুঃখ করি কেন? আমার কপালের ভোগ অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এইত

দেখ্‌তে দেখ্‌তে যামিনীর প্রাণসখা গগনে উদিত হলো, এখন আমার হৃদয়াকাশের প্রমোদশশীকে দেখ্‌তে পেলেই যে হয়।—সে দিন কথায় কথায় তরঙ্গিনী পিসীর মুখে শুন্‌লেম, প্রমোদের সঙ্গে নাকি আমার পূর্ব্বে সম্বন্ধ হ'য়ে ছিল।—আহা যদি তাই হ'তো, তাহলে আর গোপনে প্রণয় করতে হতো না! প্রমোদকে কি চক্ষেই দেখেছি, ইচ্ছা করে যেন দিবানিশি তারে নয়নে নয়নে রাখি। বিবাহের দিনওত প্রায় নিকটে এলো; তাইতো এখন কি ক'রেই বা এ দুস্তর দুঃখসাগর হ'তে পরিত্রাণ পাব! বাড়ীতে থাকলে বিয়েত করতেই হবে, তবে কি প্রমোদের সহিত দেশান্তরে যাব? না এতদূর করবোনা।—প্রমোদ এবার এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিবে। এখন তার লেখা পড়ার ব্যাঘাত করা উচিত নয়! প্রমোদ আমাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসে; তার ক্ষতি হলে আমার ক্ষতি হবে।—সে যে বলে আমাকে ক্ষণকাল দেখতে না পেলে ব্যাকুল হয়, তবে আজ এত বিলম্ব ক'চ্ছে কেন? তবে কি তার মুখের ভালবাসা। না না—সে আমাকে আন্তরিকই ভালবাসে; বোধ হয় কোন বিশেষ কার্য্য কারণই আস্‌তে পারেনি। যাইহোক যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ না হয় এক ছড়া বকুল ফুলের মালা গাঁথি। যুবতী এই রূপ কতবিধ মনে মনে ভাবিয়া পরিশেষে এক একটা করিয়া বকুল ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে বসিল। বাস্তবিক যুবতীররূপের তুলনা নাই। তাহার মুখ কান্তির অপরূপ সৌন্দর্য্যে বকুল ফুল গুলি যেন রৌপ্যের টুকরা

বলিয়া বোধ হইতেছিল। যুবতীর মালা ছড়াটী গাঁথা শেষ হইয়াছে, এমন সময় বাগানের পশ্চিম ধারে আসিয়া সেই নবীন যুবক প্রমোদ সুমধুর তানে একটী সঙ্গীত ধরিল।

গীত।

সহেনা সহেনা দারুণ প্রেমের যাতনা।
গোপনে প্রণয় করিয়ে একি রে লাঞ্ছনা ॥
ভাবি যারে অনুক্ষণ, কেন রে নাহি দর্শন,
অন্তরে জ্বলে আগুণ, তবু করে প্রতারণা ॥

বণিক দুহিতা নিরুপমা প্রমোদের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া, অপার আনন্দ-সলিলে মগ্ন হইল এবং তাহার কোমল কণ্ঠস্বরের মধুর তানে একটী সঙ্গীত গাইতে লাগিল।

যুবতীর সঙ্গীতটী শেষ হইবা মাত্র নবীন যুবক মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে বণিকবালার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া বাহুযুগল দ্বারা যুবতীর গলদেশ বেষ্টন করিল। যুবতীও তাহার হৃদয় রতনের সন্দর্শনে আর অণুমাত্র বিলম্ব না করিয়া মালা ছড়াটী গলে দিয়া বলিল,—

এতক্ষণে কিহে পড়িয়াছে মনে!
অবলা সরলা গাঁথি ফুলমালা,
হ'তেছে আকুলা। ব্যথিত নহে কি তবু
ছিছি লাজে মরি, একিরে নিদয়।
একি তব রীতি—ভুলায়ে কৌশলে,
মন প্রাণ নিলে অকুল সলিলে,

ডুবাতে বাসনা শেষে যৌবন তরণী।
মিলেছে নাগরী রাখি হৃদিপরি
শিখায়েছে বুঝি এ সব চাতুরী।
যাও যাও তবে নাগরী যথায়
এসো না এসো না এসো না হেথায়
যদি শুনে কাণে রবে অভিমানে
শেষে কি হে যুবা ধরিবে পায়।
ত্যজিয়ে কেমনে আইলা এখানে
বিরহ দাহনে ব্যথা পেয়ে মনে
রাশি রাশি অশ্রু ঝরিবে নয়নে।
দারুণ বেদন পাবে হে মনে।
তাই বলি হে নাগর যাও ত্বরা,
কেন কাঁদাবে তাহারে। বাঁধিয়াছে
তোমা দৃঢ় প্রেম ডোরে, কেমনে
সে ডোর ছেদি আইলা হেথায়
কাঁদে নাকি প্রাণ। ছিছি হে
নাগর, বুঝিনু এতক্ষণে, সবারে
বঞ্চাও তুমি করি এই ছল।
অবলা সরলা বালা, নাহি জানে কোন ছলা।
এরূপে মজায়ে কুলবালাগণে, তবু কি হে
দয়া নাহি তব মনে। মজাইয়ে
মোরে, গেলে অন্য স্থানে। তারেও
মজায়ে আইলা কেমনে। দেখেছি
বটে অনেক নির্দয়, কিন্তু এ হেন

পাষাণ, দয়ার কৃপণ, না হেরি নয়নে
মেদিনী মাঝারে। বাখানি কৌশল,
অপরূপ ছল, শিখিয়াছ যথা
যাও হে তথা। আমি হে অবলা,
দিওনা কো জ্বালা! একে কুলবালা
নাহিকো উপায়। হৃদয় উপরে
রাখগে তাহারে। বসি হৃদাসনে
যত সাধ মনে, প্রেম সুধাপানে
মিটাও বাসনা। বুদ্ধি হীনা আমি,
প্রণয় না জানি, তাই বলি আর
এসনা এসনা। বল দেখি যুবা কি দোষ পাইয়ে
অবলা বালারে ছিলে হে ভুলিয়ে।
নাহি দেখি দোষ যে করে রোষ
হেন জন সনে প্রেম আলাপনে
সুধু দুঃখ মনে, লাভ অপযশ।
জানিতাম যদি এ হেন কপট,
নিদয় এমন বিষম লম্পট,
তাহলে কি প্রাণ করি সমর্পণ,
ভুলি ছলনায় হই জ্বালাতন।
জানিনু এখন পুরুষের মন
উপরে পীযুষ, অন্তরেতে বিষ
দৃষ্টান্ত তার কুম্ভেতে যেমন।
নিদয় পুরুষ মিছা দেয় দোষ,
ভাল বাসিলেও নাহি গায় যশ।

পায়ে যদি ধরে, হেরেও না হেরে,
সুন্দরী কামিনী, দেখিলে অমনি,
পুরাতনে ফেলি, যায় ত্বরা চলি,
নবীনে জন্মায় নূতন প্রয়াস।
কিছুদিন তরে, ভাল বাসে তারে,
পুরিলে বাসনা, করে প্রতারণা,
ছলে ছলে, কতেক কৌশলে,
ডোবায় তাহারে, অকুল পাথারে,
শেষে সে নারী, উপায় না হেরি,
রাশি রাশি বারি করি বরিষণ
ভাসে নেত্র নীরে করে হায় হায়।
ছিছি ছিছি যুবা শুনে লাজ পায়,
যাহোক ভাল হে শিখেছ চাতুরী,
ভালত বাসে হে তোমার নাগরী,
দেখিতে কেমন নাগরী বয়ান।
কথায় কথায় করে কি মান?
বুঝেছি বুঝেছি প্রণয়িনী দোষ,
শুনিয়ে বুঝি হতেছে রোষ,
মিছে কেন রোষ কর হে নাগর,
নাহি ফলোদয় বৃথা ছলনায়।
কি নাম তাহার কহ হে নাগর,
শুনিতে বড়ই বাসনা মোর।
নাহি লব কাড়ি কেন তাহে ডরি
বিলম্ব করিছ পরিচয় দানে,

বলহে আমায় রাখিব গোপনে।
করনা আর বৃথা প্রতারণা,
যতন কি করে নবীনা ললনা।
বাঁধিয়াছ যারে প্রণয় শৃঙ্খলে,
বল বল শুনি দেখিতে কেমন।

নবীন যুবক মনে মনে ভাবিল যুবতী আজ অভিমান করিয়াছে। যাহোক যখন ইহার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছি, তখন অভিমান ভঞ্জন করিতে হইবে। রমণীরা কথায় কথায় অভিমান করিয়া থাকে, যুবতীর সুচারু বদন স্বায়ংকালীন নলিনীর ন্যায় মলিন দেখিয়া যুবকের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, তখন যুবক সুমধুর স্বরে বুঝাইয়া বলিল,—

অয়ি ললিতা ললনে বৃথা ভৎসে মোরে,
বাঁচিতে কি পারে মীন বারি বিহনে,
তুমি প্রাণ তুমি ধ্যান, ও চারু মূরতি,
আঁকিয়াছি হৃদিপটে; কিন্তু প্রিয়ে
নহি দোষী আমি। গিয়াছিনু কোন কার্য্যে
মাতুল আলয়, আসিতে বিলম্ব তাই হলো বিধুমুখি,
ত্যজ অভিমান দেখাও বয়ান। বিষাদিত কেন
জীবনতোষিণি?—বাঁধিয়াছি, তোমা প্রিয়ে
দৃঢ় প্রেম ডোরে,ছেদিয়ে সে ডোর যাব অন্য স্থানে,
এ কথা সুন্দরী কভু বিশ্বাস কেমনে?
ক্ষণেক না হেরি যারে আকুলিত প্রাণ,
পরিহরি তারে রহিব কেমনে। প্রিয়ে
তুমি প্রাণ এজনার বিধাতা তা জানে,

শয়নে স্বপনে তোমা ভাবি অনুক্ষণ।
ক্ষণেক না হেরি যদি বিদরে পরাণ,
চন্দ্রাননে। রাশি রাশি অশ্রু কেন হরিণনয়নে,
ধৈর্য্য ধর সুহাসিনি ধরিলো চরণ।
চারুহাসি কোথা তব কোথা মধুর বচন,
নাথ বলি একবার কর সম্ভাষণ
সুন্দরী, বুদ্ধিমতী তুমি পরিহর মান।
কহ ত্বরা আজি আঁখি হতে বারিধারা
কেন ঝরে অবিরত।
কি তাপে মলিন প্রিয়ে সুচারু বদন,
প্রকাশিয়ে বল ত্বরা দুঃখের কারণ।

যুবতী প্রমোদের মধুময় কথা শুনিয়া অভিমান পরিত্যাগ করিল। কামিনীকুল যেমন কথায় কথায় অভিমান করিয়া থাকে, আবার ক্ষণকাল পরেই তাহার কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহারা যদি ভালবাসার দুই চারটী সুমধুর কথা শুনে, তা হইলে আর অভিমান করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু যদি ভালবাসা মানভঞ্জন করিতে চেষ্টা না করে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! বিশেষ বর্ত্তমানকালে রমণীকুল পুরুষের তোষামোদ প্রার্থী। যাহাহোক এক্ষণে যুবকের কথায় বণিক দুহিতা নিরুপমার মন দুঃখ নিবারণ হইল। যুবতী যুবককে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিরহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইল। যুবতী বলিল এই পর্য্যন্তই আমাদিগের প্রেম খেলার পরিশেষ, এই দেখাই শেষ দেখা হইল।

যুবক নিরুপমার মুখে এরূপ নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল। মনে ভাবিল, বুঝি যুবতী তাহার পিতার সহিত কোন দেশান্তরে যাইবে, তাই এরূপ কথা বলিতেছে। আবার ভাবিল বোধ হয় বিবাহে সম্মত হইয়াছে। যুবক তাহার কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিল না।

যুবতীকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিল "সুন্দরী আজ তোমার মুখে এমন নিষ্ঠুর কথা শুন্‌লেম কেন? তোমার কথা শুনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হলেম। কি হয়েছে ত্বরায় বল? তোমার পিতা কি এ বিষয়ে জানিতে পারিয়াছেন, না অন্য কেহ জানিতে পারিয়া তোমার পিতারনিকট বলিয়া দিয়াছে তোমার কথার অর্থ তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

যুবতী ম্লানবদনে বলিল যদিও আমি বিবাহে সম্মতি দিই নাই বটে, কিন্তু বিবাহ আর স্থগিত থাকিবে না। কাল কোথা হতে দুটো মিন্‌সে এসে বৈটকখানা ঘরে বসলো, বাবা তখন অন্দরে শুয়েছিলেন, তাদের শব্দ শুনে বাহিরে এলেন। মিন্‌সে গুলো আর অন্য কথা কিছু না তুলে বল্লে? "বাবু তবে বিনোদ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রবোধ বাবুর সঙ্গেই আপনার কন্যার বিবাহ হউক কি বলেন?" বাবা বল্লেন আমারত ইচ্ছে বটে, কিন্তু আমার কন্যার মত নাই। তারা আমার মত নাই শুনে 'বল্লে, সেকি বাবু! ষোল বৎসরের কন্যার, বিবাহে মত নাই। একথা শুনে কি কেহ বুদ্ধিমানে চুপ করে থাকে? আর নিশ্চিন্দ থাকবেন না শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ দিন্। এখন বিবাহ না দিলে, পরে বিঘ্ন ঘটবার সম্ভব। আমি তখন বৈটকখানার বাহিরে ছিলাম,

মনে মনে কল্লেম এখনো বিঘ্ন ঘটবার বাকী আছে কি না? তার পর তারা বল্লে, পাত্রটির দশ হাজার টাকা বৎসরে আয় আছে। আর বিবাহের সময় আপনাকেও এক হাজার টাকা নগদ দিবে। আপনার কন্যা সুখে থাকবে। আমাদের কথা অবহেলা কর্ব্বেন না, বিবাহ দিন। বাবাকে তারা এমনি করে কত বুঝালে, কত লোভ দেখালে, কাজেই বাবা শেষে স্বীকার কল্লেন। তেসরা বৈশাখ বিয়ের দিন হয়েছে তাই বলছিলেন, ভাই! এই পর্য্যন্তই তোমার সহিত প্রেম খেলার পরিশেষ হলো।"

যুবক বলিল, "দেখ তুমি বিবাহে আর অসম্মত হইও না; বিবাহ না করিলে তোমার পিতা অতিশয় রুষ্ট হইবেন, এবং তাহাতে তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মাইতে পারে। এক্ষণে বিবাহ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিধাতার লিপি অখণ্ডনীয়, স্বামী বৃদ্ধ কি করিবে বল, তোমার পিতা মাতার যখন মত আছে, তখন তোমায়ও স্বীকার করতে হবে। যাহা হ'ক, শ্বশুরালয়ে যাবার সময় যেন জান্‌তে পারি, বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

যুবতী বলিল, "কেমন করিয়া সংবাদ দিব?" যুবক তাহার ঠিকানাটী বলিয়া বলিল, "আমাকে এই ঠিকনায় একখানি পত্র লিখিও?"

যুবক যুবতী কথোপকথন করিতেছে, এমন সময় যুবতীকে কে যেন ডাকিল। যুবতী আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের দিন সন্নিকট দেখিয়া বণিক আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে লাগিলেন। কামিনী নাম্নী তাঁহার এক দাসী ছিল, তাহার বয়ক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। স্ত্রীলোকটীর রসিকতায় বিলক্ষণ বুৎপন্ন হইয়াছে।

বণিক চারুশশী বিবাহের টোপর মালার জন্য তাহাকে মালীকের নিকটে পাঠাইলেন।

কামিনী মালীকের বাটী গিয়া দেখিল, তাহার দরজায় তালা দেওয়া। কামিনী দুই ঘন্টা অপেক্ষা করিয়া ও তাহার দেখা পাইল না।

কামিনী বাটী ফিরিয়া আসিবে কি আরো একঘন্টা অপেক্ষা করিবে, এরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছে। এমন সময় একটী স্ত্রীলোক পতিহীনা। বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি, বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর সদৃশ, আঁখি দুটী চঞ্চল, অধর দুটী হাস্য রসে মগ্ন জাতি তেঁতুলে বাগ্‌দী একটী পিতলের কলসী কাঁকে করিয়া কামিনীর সন্নিকট দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে।

স্ত্রীলোকটীর চরিত্র মন্দ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে তাহার স্বামী নাই। কিন্তু তাহার গমনের ভাব ভঙ্গি ও অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইল, স্ত্রীলোকটীর পূর্ণ গর্ভাবস্থা।

কামিনী সেই অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকটীকে মালীবৌর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল ; কিন্তু রমণী প্রথমে কথা কহিল না। বোধ করি কুলবধূ বলিয়া অপরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতে লজ্জা করিতেছে। অনেক লোকের লজ্জা দেখেছি বটে, কিন্তু এমন অদ্ভুত লজ্জা কাহারও দেখি নাই। এদিকে দেখিতেছি বিধবা, অথচ পেটটী ধামার ন্যায় উঁচু, ডাকলে কথা নাই। যাহোক অনেক দিশি বিলেতি জন্তু দেখেছি বটে, কিন্তু এমন অদ্ভুত জানোয়ার এ ব্রহ্মাণ্ডে দেখিনি। কামিনীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল, সুতরাং তাহার নিকটে গিয়া বলিল—"হ্যাঁ ভাই মালীবৌ! কোথায় বল্‌তে পারিস্‌?"

বাগ্‌দী বৌ অতি মৃদু মৃদু স্বরে বলিল—"রোজ সন্ধ্যাকালে তার শকের বাগানে ফুল তুল্‌তে গিয়ে থাকে।"

কামিনী আর কি করিবে, পায় পায় ফিরিয়া আসিতে লাগিল। বর্ত্তমানকালে কামিনীদিগের কি নূতন লজ্জাই হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকটী গর্ভবতী, তথাপি লজ্জায় অবগুণ্ঠন দিয়া পথে পড়িয়া যাইতে যাইতে রক্ষা পায়!—কেহ কেহ অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে অর্দ্ধক্রোশ অন্তর হইতে কাহাকে সম্বোধন করিতেছেন, কিন্তু লজ্জায় মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠন দিয়াছেন। অনন্তর কামিনী ফিরিয়া যাইতেছে, এমন সময় পথিমধ্যে মালীবৌর সহিত সাক্ষাৎ হইল। মালীবৌ সুন্দর সুন্দর পুষ্পের সৌগন্ধে পথ আমোদ করিয়া আসিতেছে।

মালীবৌ কামিনীকে দেখিয়া বলিল—"কিলো কামিনী! কোথায় গিয়েছিলি? কোথাও নগদ পয়সার কায বাগালি নাকি? এখন তোদের ভাই উঠ্‌তি বয়স, চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লিই বা কেন, কি পেয়েছিস্ দেখানা?"

কামিনী হাসিতে হাসিতে বলিল—"তোর ভাই শকের প্রাণ. শকের বাগান আছে, মেলা রসের কথা জানিস্। পথে দাঁড়িয়ে আর ন্যাকামো কর্‌তে হবে না, চল এখন ঘরে চল।"

মালীবৌ বলিল—"এত ব্যস্ত কেন লো, চলনা যাচ্ছি।" এই বলিয়া উভয়ে বাটী গেল।

কামিনী মালীবৌকে জিজ্ঞাসা করিল,' হ্যাঁলা মালীবৌ!—তোর কি ভাই স্রধু মালা বেচেই চলে?"

মালীবৌ বলিল—"তা হ'লে আর ভাবনা কি, জাতে মালিনী বটে. কিন্তু সময় সময় পেটের দায়ে মধুর করমাজও নিতে হয়। সে দিন নীলকমল বাবুর মেয়ের বিয়েতে আধ মন মধু নিয়ে গেল; তার দামও এখন পাইনি। নেবার সময় কত খোসামোদ করে নেয়, পয়সা দেবার সময় হলেই আর এ পথে হাঁটে না। এখন নামে কেবল শকের বাগান হয়েছে; কাযে কিছুই নয়। তখন মাসে দশ সের মধু হতো, এখন কেবল শুক্‌নো চাক্ ঝুলছে।"

কামিনী বলিল—"তখন বাগানের ভাল পাট ছিল, ভাল ভাল ফুল ফুটতো, কাযেই মেলা অলি জুটতো, মধুও অনেক হ'তো। এখন দশ সের না হোক, পাঁচ সেরও ত হয়? মিথ্যে কথা বলিসনে ভাই! আমি কিছু কেড়ে নেবনা।"

মালীবৌ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"তাহ'লে আর ভাবনা কি? পাঁচ সের হওয়া দূরে থাক্, সাত কাঠা বাগান টার ভিতর এখন একটা মৌ মাছির ডাকও শুনতে পাইনে! কপাল যখন ভাঙে, তখন সকল দিকে দ পড়ে যায়। শকের বাগানে যখন মধু হতো, তখন বেলা আট্টা থেকে নাগাত রাত্ দশটা পর্য্যন্ত এই বাড়ীতে লোক ধরতো না। আর ভাই ও সব কথায় কায নাই। সে সব কথা মনে করতে গেলে, কেবল দুঃখ উপস্থিত হয়। কামিনী! কোন কায আছে নাকি?"

কামিনী বলিল—"কায না থাকলে কি আর অকারণ এসেছি। কাল নিরুপমার বিয়ে যে, শুনিস্‌নি? বাবু বল্লেন, কাল বেলা পাঁচটার সময় যেন টোপর মালা পাওয়া যায়। তাই তোকে বলতে এসেছি। আর আসবার সময় গিন্নি বল্লেন, মালীবৌকে রাতে বাসরে থাকতে বলে আসিস্। আমি মনে কল্লেম, তুমি বলবে, তবে ব'লে আসবো কি না? যাহাহোক্ ভাই, সকাল সকাল মালা দিয়ে আসিস।"

মালীবৌ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"সেকিলো কামিনী! এর মধ্যে কি এমন বশীকরণ দ্রব্য পেলে যে, বশ করে ফেল্লে? যাহাহোক মেয়ের পায়ে নমস্কার করি। ষোল বৎসরের মাগী হতে গেল, এখনো বলে কিনা বিয়ে করবোনা? এতদিন বিয়ে দিলে তিন ছেলের মা হ'তো। ঐ যে কথায় বলে, সেইত মল খসালে, তবে লোকটা কেন হাসালে। অবাক্ করেছে, বুড়ো মাগী হ'লো, তবু এখনো জ্ঞান হয় না। বর কোথাকার লো?"

কামিনী বলিল—"বর্দ্ধমানের কাছে যে রসিকনগর আছে, সেইখানকার বর।"

মালিনী রসিকনগরের বরের কথা শুনিয়া মনে ভাবিল, তবে বাসর খুব গুল্‌জার হবে দেখ্‌ছি। যে নগরের বর, তাতে যে অরসিক হবে এমনত বোধ হয় না। মালিনী রসিকনগরের বর বলিয়া যেমন আনন্দিত হইয়াছে, যদি তার বয়ঃক্রমের কথা একবার শোনে তাহ'লেই সর্ব্বনাশ! তখন তাহাকে বরের বাপ বলিয়া বোধ হইবে। হয়ত ভ্রম-বশতঃ বণিক চারুশশীর কুটুম্বেরা বৈবাহিক বলিয়া ডাকিবে। মালিনী বলিল—"হ্যাঁ ভাই! বরটীর বয়স কত?"

কামিনী হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল—"অধিক এমন নয়, সেটেরকুলে বুঝি—পঞ্চাশে পড়েছে।"

মালীবৌ অবাক হইয়া বলিল—"বলিস্ কিলো কামিনী! বাবুর এমন বুদ্ধি হ'লো কেন? ষোল বৎসরের মেয়ের সঙ্গে পঞ্চাশ বৎসরের বুড়ো মিন্‌সের বিয়ে হবে? যখন শুন্‌লেম তার রসিকনগরে বাড়ী, তখন ভাবলেম্, না জানি কেমন বরই আস্‌বে! ওমা এখন তোর কথা শুনে বরে ঘৃণা ধরে গেল যে! কেন, জগতে কি আর বর পাওয়া গেল না নাকি?"

কামিনী বলিল—"সে জন্যে নয় ভাই, এখনকার বাপের টাকা পেলেই হ'লো! এক হাজার টাকা যদি দিলে, তাহ'লে নব্বই বৎসরের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিতেও ছাড়ে না। কালে কালে কতই হবে; কখন যে কি নিয়ম হয়, কিছুই বুঝবার যো নাই। আহা এমন সোণার প্রতিমা

খানি জলে বিসর্জ্জন দেবে! যাহোক ভাই, ছুড়ি খুব শিব পূজো করেছিল বটে!”

কামিনী মৃদু মৃদু স্বরে বলিল—“বড় ঘরের বড় কথা, ওসব কথায় কায নেই ভাই! মালিনী! আমাকে মালা গাঁথতে শিখাবি? আজ কাল মালা গাঁথায় পয়সা আছে।”

মালিনী বলিল—“আ মরণ আর কি, ঐ যে কথায় বলে, সাত সমুদ্র গেল পেরে, ডোবায় নাকি ডুবে মরে; তোর তাই হ'য়েছে ভাই, কত মোটা মোটা গোড়ে গাঁথ্তে গাঁথ্তে এই বয়স হলো, এখন আমার কাছে শিখ্বি মালা গাঁথতে? এখন বুঝি সরু সুতোর চিকণ মালা গাঁথতে ইচ্ছা হয়েছে।

কামিনী বলিল, না ভাই! সত্য সত্যই মালা গাঁথা শিখ্তে বড় ইচ্ছে হয়েছে। মালীবৌ তামাসা করিয়া বলিল, “এখন আর শুখ্নো ফুলে মালা গেঁথে কি কর্ব্বি? এখন যে কায কচ্ছিস্ তাই কর। হ্যাঁ ভাই কামিনী! ভাল কথা মনে পড়েছে, নিরুপমা যে বড় বিয়েতে স্বীকার হলো, এত দিন স্বীকার কল্লেই তো বিয়ে হয়ে যেতো?”

কামিনী বলিল, “তার তখনও মত ছিল না, এখনো মত নাই, বাবু কেবল পাঁচ জনের কথা শুনে নিজের ইচ্ছায় দিচ্ছেন বলেই হচ্ছে। তিনি এত দিন কেবল বলেছেন আমার নিরের বিয়েতে মত নাই, যখন মত হবে, তখন বিয়ে হবে, এখন হবে না; এখন দেখলে পাঁচ জনে নিন্দা করে। আর ভাই! টাকা বড় জিনিস, দশ দশ হাজার টাকার লোভ ছাড়া বড় কঠিন, কাযেই বিয়ে দিতে স্বীকার হয়েছেন।”

মালিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি কি গহনা দিবে। বরটী দেখতে কেমন?"

কামিনী মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "আ মরণ তোমার! আমিতো তার কাছে ঘর করে আসিনি যে তার রূপ গুণ ব'লব, গহনা গা সাজানো দেবে।"

মালিনী গা সাজানো গহনার কথা শুনিয়া যখন বলিল, "হাজার টাকা নগদ, এত গুলো গহনা দিবে, তখন বুড়ো হলেই বা—এমন দু চারটা আমি পেলে বিয়ে করি।"

কামিনী বলিল—"গহনা দেখে তো রাত কাটবে না। এমন গহনার মুখে ছাই, এত আর ছোপানো কাপড় নয় যে দু'দিন পরে ধুয়ে গেল, চিরদিনের মতন। যদি মনের মতন পতিই না হলো, তবে পোড়া জীবনই বৃথা। আজকাল কেমন একটা রীতি হয়েছে টাকা পেলেই হলো, তা কে জানে বুড়ো কে জানে কচিখোকা। বাপ মার টাকা নিয়ে বিষয়, এদিকে মেয়ে হয়তো সমস্ত রাত্রি কেঁদে কেঁদে শেজ ভিজিয়ে ফেল্লে। এখনকার বিয়ে নয় নিকে বিশেষ, আমার কাছে ভাই স্পষ্ট কথা। গা জ্বালা করে এসব অনাসৃষ্টি গুলো দেখ্‌লে। যার সঙ্গে যেমন সাজায় তেমনি দিলে হয়, এ তা নয়, পাঁচ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে আশী বৎসরের বুড়োর বিয়ে! অবাক করেছে!! যাক্ গে—ওসব কথায় আর কায নাই, আপনার দুঃখে আপনি মরি। পরের দুঃখ ভাব্‌তে গেলে ক্ষেপে উঠতে হবে, তবে তুমি ভাই কাল একটু সকালে যেও আমি এখন চল্লেম।" এই বলিয়া কামিনী চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনন্তর বণিক দুহিতা নিরুপমার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল, বর আপন গৃহে চলিয়া গেল। বণিক তনয়া পিত্রালয়েই থাকিল, যুবক প্রমোদ মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বকুল বাগানে আসিয়া যুবতীর সহিত আমোদ প্রমোদ করিত। এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত হইলে প্রবোধ বাবু নিরুপমাকে লইতে আসিলেন।

যুবতী যখন দাসী মুখে শুনিল, তাহাকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাইবে, তখন তার সে হাসি হাসি মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল—চক্ষু দুটী ছল ছল করিতে লাগিল। মনে ভাবিল, এত দিনের পর প্রমোদের মুখচন্দ্র দর্শনে বঞ্চিত হলেম—এত দিনের পর প্রমোদের সহিত প্রেম খেলার শেষ হইল—এতদিন যাহাকে হৃদয়ে আশ্রয় দিয়াছিলাম, কিন্তু এত দিনের পর তাহাকে সে আশ্রয় হতে বঞ্চিত করিতে হইল। প্রমোদ আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশী, প্রমোদকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করি, প্রমোদও যে আমার বিরহে কাতর হয়, তাহাও মিথ্যা নয়। হায়! এখন কেমন করিয়া সেই নয়নের আনন্দদায়ক হৃদয়রতনের বিরহ যন্ত্রণা সহ্য কর্ব্ব? যাকে সর্ব্বদা হৃদয় মাঝারে রাখিতে ইচ্ছা, এখন কেমন করে তাকে পরিত্যাগ করে যাব? যদিও প্রমোদের সহিত আমার ভালবাসা হইয়াছে বটে, কিন্তু মনের মতন

পতি পেতেম,তা হলেও না হয় কষ্টে স্বষ্টে শ্বশুরালয় এ জীবন অতিবাহিত কর্ত্তেম। অবলার প্রাণে আর কত কষ্ট সহ্য হবে? একেতো পরাধীনা, তাহে আবার মনাগুণে জ্বল্‌তে হবে। নারীর প্রাণ বলেই এত সহ্য হয়, যা হোক্ এখন কি করি, কোন উপায়ইত দেখ্‌তে পাইনে। বুড়ো যখন একবৎসর পরে এসেছে, তখন তো এবার নিয়ে যাবেই। পোড়া বাপও এমন নির্দ্দয়, না বল্‌তে বল্‌তে পাঠিয়ে দিবে। মিন্‌সে যেন কালান্তক যম বল্লেই হয়, হতভাগা মিন্‌সের কি আর মেয়ে জুটলো না, তখন শুভ দৃষ্টির সময় ভাল করে চেয়েও দেখিনি। আজ ওর চেহারা দেখেই আমার পতিভক্তিতে ঘৃণা ধরে গেছে।

যুবতী প্রবোধ বাবুকে মনে মনে নিন্দা করিতে লাগিল, কখন মনে ভাবিল, অদ্য রাত্রিযোগে প্রমোদের সহিত দেশান্তরে পলায়ন করি, আবার মনে ভাবিল, যদি প্রমোদের পিতা তাহাকে ধরিয়া লইয়া আইসে, তাহা হইলে তখন আমাকেই পথের ভিখারিণী হইতে হইবে! উঃ! রমণীর হৃদয় কি ভয়ানক? তুচ্ছ কামের বশবর্ত্তিনী হয়ে চির হিতৈষিণী পিতা স্নেহময়ী মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে যুবতীর মনে কি অণুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইতেছে না? উপপতি কি তাহার বিপদ কালে রক্ষা করিবে? না—দুঃখের দুঃখী হইবে? কন্দর্পের কি অদ্ভূত শক্তি,যে নিরুপমা শৈশব অবস্থায় পিতামাতা ব্যতীত কাহাকেও জানিত না, যে নিরুপমা আপনার বাটী ভিন্ন জগতের কোন স্থান চিনিত না, আজ সেই বণিক কন্যা সামান্য মদনের তীক্ষ্ণশরে আহত

হইয়া পিতা, মাতা, ভাই ভগ্নী ও আত্মীয় স্বজনের স্নেহ মায়া জলাঞ্জলি দিয়া উপপতির সহিত অবলীলা ক্রমে দেশান্তরে যাইতে উদ্যত হইতেছে।—ধন্য রতিপতি, ধন্য তোমার বাণ শিক্ষা!! তোমার অব্যর্থ তীক্ষ্ণশরে জর্জ্জরিত হইয়া কত যুবক যুবতী স্বর্গসদৃশ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে, বনে বনে, ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। তোমারই অদ্ভুত কামজালে পতিত হইয়া কত পাপাশয়া দুষ্টচরিত্রা রমণী, ইহ জীবনের সোপানসদৃশ পরম গুরু পতির প্রাণহন্তা হইয়া দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতেছে। তোমারই মায়ায় প্রিয়তর সন্তানের জীবন বিনাশ করিতেও প্রবৃত্ত হইতেছে।—আজ তোমারই কৌশলে যুবতী তাহার উপপতির জন্যই এরূপ লোভ বিগর্হিত পাপকার্য্য করিতে কিছুমাত্র আশঙ্কা করিতেছে না।—যাইহোক বর্ত্তমান কালে প্রায় সকলই তোমার মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ; সকলেরই জ্ঞান দীপ তোমার অসাধারণ বুদ্ধি বলে নির্ব্বাণ হইয়া চিত্তকে কলুষিত করিতেছে।

প্রবৃত্তি! তুমিও কি দিন দিন নিস্তেজ হইতেছ?—তুমিও কি কন্দর্প সমরে পরাজয় হইলে?—ছি ছি! বড় ঘৃণার কথা! সামান্য মদনের বাণ সহ্য কর্ত্তে পারিলে না? তোমার অসাধাণ বলবীর্য্য ধৈর্য্য গুণ সকলই কি পাপ মতি মদন কর্ত্তৃক অপহৃত হলো?

চিত্ত! তুমিও কি কন্দর্প সমরে প্রবৃত্তির কোন সহায়তা করিতে সক্ষম হইলে না?—যাহোক বণিক দুহিতা প্রমো-

দের প্রণয় পাশে বদ্ধ হইয়া পতিগৃহে যাইতে কোন মতে ইচ্ছুক নহে।

যুবতী ভাবিল, "পতিগৃহে যাইলে তাহার হৃদয় রতন প্রমোদের বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। ভালবাসারও ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকিবে।"

যুবতী এইরূপ কতবিধ চিন্তা করিয়া পরে এক সদুপায় স্থির করিল, "প্রমোদ বলিয়াছিল যেন বিবাহের সময় সংবাদ পাই—কিন্তু সে সময় তাহাকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, এখন তাহার সাক্ষাৎ অতীব আবশ্যক; তাহার পরামর্শে কার্য্য করিলে কদাচ কষ্ট পাইব না। প্রমোদ বুদ্ধিমান, লেখা পড়া শিখিয়াছে, অবশ্যই ইহার কোন না কোন সদুপায় স্থির করিতে পারিবে, কিন্তু যখন শুনিবে আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাইব, তখনই তার সেই চারু আঁখি যুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইবে। তখনই তার সে হাঁসি হাঁসি মুখখানি মলিন হবে। না জানি তখন অভাগিনীকে পাষাণী বলে কত তিরস্কারই কর্‌বে? হয়ত এ দারুণ কথা শুনে জীবন পরিত্যাগ করিবে! প্রমোদ আমার প্রণয় পাশে বদ্ধ হয়ে বিবাহেও সম্মত হলোনা, এখন তারে কেমন করিয়াই বা এ নিদারুণ কথা বলি। এদিকে আর বিলম্ব করাও হইতে পারে না, শুন্‌ছি নাকি সাতই লইয়া যাইবার দিন হইয়াছে।—যাহোক প্রমোদের সহিত এ বিষয় পরামর্শ করিতে হইবে।"

যুবতী প্রমোদকে সংবাদ দিবার জন্য একখানি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল।

পরম সুহৃদবরেষু—

প্রমোদ! "মাসাবধি তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ভাগ্যদোষে তুমিও নির্দ্দয় হইলে? তোমার জন্য এত দিন বিবাহ না করিয়া লোকের নিকট কত তিরস্কার শুনিয়াছি, এমন কি পিতা মাতার ও অপ্রিয়ভাজন হইয়াছি, কিন্তু তুমি এখন আমাকে বিস্মরণ হইলে? আমি এখন অকুল পাথারে ভাসিতেছি, সম্মুখে বৃদ্ধ কর্ণধার তরণী লইয়া আমাকে তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যদি এ দাসীকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এখনো দেখা দিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর, তোমাকে এ নারী জীবনের সুখের মূলাধার জ্ঞান করি, তোমাকে পাইলে অতুল বিভবও তুচ্ছ জ্ঞান করি।—তোমার জন্য অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত নহি। অভাগীর এই সামান্য লিপি খানি পাইয়া অবহেলা করিও না। অদ্য অমাবস্যা রাত্রি দ্বি প্রহরের সময় বকুল বাগানের সানের ঘাটে বসিয়া থাকিও, আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যদি অদ্য রাত্রে তোমাকে পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেখিতে না পাই, তাহ হইলে নিশ্চই জীবন পরিত্যাগ করিব।—জন্মের মতন আর অভাগিনীকে দেখিতে পাইবে না। ইতি ৫ই শ্রাবণ।

তোমারই শ্রীচরণে দাসী—

নিরুপমা।

যুবতী লিপিখানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কামিনীদ্বারা লিপিখানি পাঠাইয়া দিল।—যুবতী মনে মনে ভাবিল, যদি প্রমোদ লিপিখানি পাঠ করিয়া অদ্য রাত্রে না আসিয়া পরশু রাত্রে আইসে, তাহা হইলেও আর তাহার সহিত দেখা হইবে না। প্রমোদ আমার দুঃখে দুঃখী, আমাকে প্রাণাধিক জ্ঞান করে, অবশ্যই আমার ব্যথার ব্যথী হইবে। যাহোক অদ্য রাত্রে একবার বকুল বাগানে আসিতে হইবে।—প্রমোদ যদি আমাকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে জন্মাবচ্ছিন্নে আর আমার কোন কথা বিশ্বাস করিবে না এবং আর কখন ভালবাসিবেও না,— আজ রাত্রে বুড়োতো আমার কাছে থাক্‌বে, নিদ্রিত না হলে আর যাইতে পারিব না। বুড়ো যখন স্তুতে আস্‌বে, তখন হতেই ব'লব অসুখ হয়েছে। এ কথা শুনলে বুড়ো আর অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে দিবে না, আমি সেই সুযোগে অন্যদিকে ফিরে থাক্‌বো। আহা! যদি প্রমোদের সঙ্গে বিয়ে হতো, তাহ'লে আর এ সব কাণ্ড করতে হতো না। সে যাহোক, এখন উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় দেখতে হবে। পাঠক মহাশয়! রমণীর হৃদয় যে কিরূপ, এখন বোধ হয় কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন। যুবতীর অদ্ভুত কৌশলেও বোধ হয়, আশ্চর্য্য হইয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ রমণীদিগের হৃদয় এইরূপ। তাহারা উপপতির জন্য, স্বামীকে বিষ খাওয়াইতেও কুণ্ঠিত নয়। তাহাদিগের স্বামী বিদ্যান, ধনবান, গুণবান ও রূপে সাক্ষাৎ কন্দর্প হইলেও তথাপি পরপুরুষের প্রতি

আশক্তি জন্মিয়া থাকে। এমন কি রতিপতি সদৃশ স্বামী পরিত্যাগ করিয়া নীচ জাতি ভৃত্যের সহিত প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া অমূল্য সতীত্ব ধন নষ্ট করিতেছে। যাহাহউক, যদিও যুবতী মনের মতন পতি পায় নাই, তথাপি তাহার সেই বৃদ্ধপতিকে ভক্তি করা উচিত। কারণ পতি রমণীর ইহ জীবনের সুখের একমাত্র মূলাধার। যাহার পতি নাই, জগতের কেহ তাহাকে ভালবাসে না, সকলেই অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। যতদিন যৌবন সরোবর স্বচ্ছ থাকে, তত দিনই লম্পট-হংসেরা তাহাতে সন্তরণ দিবার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু দিন পরে সরোবরের স্বচ্ছ সলিল শুষ্ক হইলে হংসেরা ভুলক্রমেও আর সেদিকে দৃষ্টিপাত করে না। যুবতীর এখন নূতন যৌবন সরোবর, সুতরাং লম্পট প্রমোদ হংস সন্তরণ দিবার জন্য যুবতীকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা জ্ঞান করিয়া ভাল বাসিতেছে। কিন্তু যখন তাহার যৌবন সলিল শুষ্ক হইবে, তখন কি আর লম্পট যুবক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে? —না তাহার দুঃখে দুঃখী হইবে? পাঠক মহাশয়। বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, যদি যুবতীর পতি তাহার দুশ্চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন এবং তাহার যৌবন সলিল শুষ্ক হইলে যদি যুবক আর সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে, তাহা হইলে যুবতীর কি অনন্ত দুর্গতি হইবে। তখন তাহার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা ভিন্ন কোন উপায়ই থাকিবে না। কত কামিনী যৌবন অবস্থায় দুশ্চরিত্রা রমণীর পরামর্শে নারী জীবনের সুখ সম্পদের মূলাধার, পরম

দেবতা স্বরূপ স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়া পরিশেষে পীড়িত অবস্থায় এক বিন্দু জলের জন্য হায় হায় করিতেছে, এমন কি সেই পাপাশয়া কামিনী হয়ত ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃত্যুর পর নীচজাতি চণ্ডাল কর্ত্তৃক তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। স্বামী স্ত্রীকে যেরূপ যত্ন করিবেন ও প্রাণাধিকা জ্ঞান করিবেন, বলিতে কি অবনী মধ্যে সেরূপ আর কেহই করিবে না। যাহাহউক অনন্তর যুবতী লিপি খানি কামিনী দ্বারা পাঠাইয়া দিয়া মনে মনে আশঙ্কা করিতে লাগিল। মনে ভাবিল যদি দাসী লিপিখানি প্রমোদকে না দিয়া আমার পিতাকে দেখায়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ হইবে। পিতা এ গুপ্ত বিষয় জানিতে পারিলে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

যুবতী এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় কামিনী লিপির প্রত্যুত্তর লইয়া আসিল।

কামিনী প্রথমে তামাসা করিবার জন্য হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল, তাঁহার দেখা পাইলাম না, লিপি দেওয়া হয় নাই।

বণিককন্যা যখন শুনিল, লিপিখানি দেওয়া হয় নাই, তখনি তাহার চক্ষু দুটী ছল ছল করিতে লাগিল; ভাবিল বুঝি এত দিনের পর প্রণয়সূত্র ছিন্ন হইল। এত দিনে বুঝি লান, অভাগিনীর সুখরবি অস্তমিত হইল।

যুবতীর মুখখানি মলিন দেখিয়া কামিনী লিপি খানি বাহির করিয়া বলিল, "যদি পাঁচটা টাকা সন্দেশ খাইতে দাও, তাহা হইলে পত্রখানি দিব।"

যুবতী প্রত্যুত্তর আসিয়াছে শুনিয়া বলিল, "কামিনী!

তুই কি সময় গুণে নির্দ্দয় হলি? কই পত্রখানি দেখি, তোর পাঁচটী টাকা পেলেই ত হলো? তোর দিব্য বল্‌ছি কাল দিব।"

কামিনী পাঁচটী টাকা পাইবে শুনিয়া পত্রখানি যুবতীর হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল, "নিরো! তোকে ভালবাসি বলেই অমনি দিলাম, টাকা আর দিতে হবে না। চিরদিন তোদের খেয়েই মানুষ, একখানা চিঠির উত্তর এনে দিলাম বলে কি আবার টাকা নিতে হবে? এমন বুদ্ধি যেন না হয়। অনেকক্ষণ বাহিরে ছিলাম, গিন্নি আবার কি বলবেন, আর বিলম্ব কর্‌ব না, এখন একবার গিন্নিকে দেখা দেইগে। এই বলিয়া কামিনী চলিয়া গেল। অনন্তর যুবতী পত্রখানি খুলিয়া দেখিল যুবক পত্রের এই উত্তর লিখিয়াছে।—

"নিরুপমা!

তোমার এক পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম. আমি মাসাবধি বাটী ছিলাম না, সেই কারণেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, আশা করি সে জন্য দুঃখিতা হইও না। শুনিলাম সাতই তোমাকে শ্বশুরালয় লইয়া যাইবার দিন হইয়াছে। ইহাতে বড়ই দুঃখিত হইলাম। কি করিবে ভাই! সকলি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা; তাহার অন্যথা করিবার কাহারো ক্ষমতা নাই। আমি এক্ষণে পীড়িত, যাইবার শক্তি নাই, সুতরাং যাইবার সময় আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। যাহাহউক পিতামাতার অবাধ্য হইও না। তাঁহারা কদাচ তোমার অহিত চেষ্টা করিবেন না, তুমি সুখে থাকিলে তাঁহাদিগের

তাহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? যদি পরম পিতা পরমেশ্বরের কৃপায় উপস্থিত উৎকট পীড়া হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই পুনর্ব্বার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভব। নচেৎ এই লিপিখানি লেখা পর্য্যন্তই প্রণয়ের শেষ হইল জানিবে। তুমি আমাকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান কর এবং আমাকে যে এক মুহূর্ত্ত দেখিতে না পাইলে ব্যাকুল হও, তাও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু কি করি বল, দুর্ভাগ্য বশতঃ পীড়িত হই-লাম। যাহাহউক এক্ষণে তুমি শ্বশুরালয়ে যাইতে কোন আপত্তি করিও না। শ্বশুরালয় গিয়া যদি তাহারা তোমাকে দুইমাস পরে পুনর্ব্বার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া না দেয়, তাহা হইলে দিবানিশি রোদন করিবে, এমন কি এক এক দিবস উপবাস করিয়াও থাকিবে, তাহা হইলে তোমার স্বামী বিরক্ত হইয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। এই উপায় ভিন্ন আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার জন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। আমি তোমাকে বিস্মরণ হই নাই। তোমার মোহিনী মূর্ত্তি মদীয় হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে।

তোমারই প্রমোদ।

যুবতী প্রমোদের পত্রখানি পাঠ করিয়া যার পরনাই দুঃখিত হইল, মুখ খানি মলিন হইল, নয়ন যুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল পতিত হইয়া পত্রখানি আর্দ্র হইয়া গেল।—যুবতী এক একবার পত্রখানি পড়িতে লাগিল, এক একবার হায় কি করিলাম বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল।—বাস্তবিক পত্রখানি পাঠ করিবা মাত্র

যুবতীর সে অপরূপ লাবণ্যময়ী, হাঁসি হাঁসি মুখ খানি বিবর্ণ হইয়া গেল। এক একবার মনে ভাবিল, প্রমোদের বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা পোড়া জীবন পরিত্যাগ করা শত সহস্র অংশে সুখজনক। যে প্রমোদ আমাকে জীবনের অধিক জ্ঞান করিত, যে প্রমোদ আমাকে নয়নে নয়নে রাখিয়াও পরিতৃপ্ত হতো না এখন সেই হৃদয় রত্ন যখন বিধির বিড়ম্বনায় পীড়িত হইয়া যাইবার সময় একবার দেখা করিতে পারিল না, তখন আর এ জীবনে আমার কি সুখ আছে। এখন নয়নের আনন্দদায়ক জীবনের বিরহে জীবন ধারণ করিয়া বৃদ্ধ অরসিকের সহিত পুনর্ব্বার নব প্রণয় সূত্রে বদ্ধ হওয়া অপেক্ষা প্রাণ পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য; শুনেছি বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী প্রাণ অপেক্ষাও আদরণীয়; কিন্তু আমার পক্ষে আদরণীয় না হইলেই মঙ্গল। বৃদ্ধ একবার লইয়া যাইতে পারিলে, এখন আর সত্বর পাঠাইবে না। তবে প্রমোদ যে কৌশলটী লিখিয়া দিয়াছে, সেটী বড় মন্দ নয়।—একমাস অপেক্ষা করিয়া না হয় পরিশেষে তাহাই করিব। চারি পাঁচ দিবস উপবাস করিয়া সর্ব্বদা রোদন করিলে অবশ্যই বিরক্ত হইবে, তাহা হইলে আমারও অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে, যেরূপে হউক সত্বরই পিত্রালয়ে আসিতে হইবেক! প্রমোদকে না দেখিয়া কখনই থাকিতে পারিব না, এতদিন প্রমোদ ব্যতীত আর কাহাকেও জানিতাম না। এখন মন প্রাণ সকলই প্রমোদকে জন্মের মতন সমর্পণ করিয়াছি, এখন ঈশ্বর সন্নিধানে কায়-মন বাক্যে প্রার্থনা করি, যেন আমার প্রাণবল্লভ উপস্থিত

পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ দিয়া অভাগিনীকে চরিতার্থ করে।—প্রমোদ তরু—আমি লতা, লতা কি কখন আশ্রিত তরুকে পরিত্যাগ ক'রে প্রাচীন ভগ্ন তরুবরে আশ্রয় লইতে চায়? কখনই না। মাধবীলতা পলাশ কদম্ব কিম্বা বকুল বৃক্ষকে আশ্রয় করিলেই ভাল দেখায়। মুকুট রাজ মস্তকে শোভিত হলেই দেখিতে ভাল, প্রমোদ আমার যৌবন সলিলে সন্তরণ দিলেই আমার সরোবরে অপূর্ব্ব শোভা দেখায়। যাই—প্রমোদকে আর একখানি পত্র লিখিয়া কামিনী দ্বারা না পাঠাইয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া দি, আমার বয়ঃক্রম ষোল বৎসর, বুড়োর বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছে। দেখি বুড়ো কেমন করিয়া আমাকে প্রণয় শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখে। তা হইলে বুঝিব বুড়োর পাকা বুদ্ধি, নচেৎ তাহার নাম ভ্যাড়াকান্ত রাখিব?

যুবতী আর বিলম্ব না করিয়া একটী নিভৃত গৃহে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রভাত হইল, যুবতী প্রবোধ বাবুর সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরালয়ে যাইল।—প্রবোধ বাবুর নিকটস্থ গৃহস্থেরা নিরুপমাকে দেখিতে আসিল। যুবতী অপূর্ব্ব সুন্দরী, সুতরাং সকলেই তাহার রূপে চমৎকার হইল, যুবতীর রূপে গৃহ আলো করিতেছে, কিন্তু মুখে হাঁসি নাই; তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যুবতী এইরূপে নিরানন্দ মনে দুইমাস কাল শ্বশুরালয়ে থাকিয়া দেখিল, তাহার স্বামী তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন না। তাহার মন ক্রমেই চঞ্চল হইতে লাগিল, মনে সুখ নাই সর্ব্বদাই বিষণ্ণ। বস্তুতঃ প্রবোধ বাবুর সংসারে কোন বিষয়েরই অপ্রতুল ছিলনা, কিন্তু যুবতী প্রমোদের বিরহে সর্ব্বদাই বিষাদসাগরে মগ্ন। কাহার সহিত অধিক কথা কহিতে ভালবাসিত না, কেবল সততই প্রমোদকে চিন্তা করিতেছে। নিকটস্থ দুই একটী কুলবধু তাহার সহিত গল্প করিতে আসিত, কিন্তু যুবতী তাহা ভাল বাসিত না। কেবল সর্ব্বদা নিভৃত স্থানে থাকিতে ভালবাসিত, বণিক দুহিতা যখন দেখিল দুই মাস উত্তীর্ণ হইল, এখনো পিত্রালয়ে যাইতে পারিল না, তখন প্রমোদের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল; তাহার চারু আঁখি যুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ, দিবসের মধ্যে বোধ হয় তাহাকে চারি পাঁচ খানি

আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হইত; রাত্রিতে যখন শয়ন করিতে যাইত, তখন ক্রন্দন আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইত, এমন কি প্রভাতে শয্যার উপর হস্ত দিলে বোধ হইত, যেন রজনীতে তাহার উপর এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

যুবতী ক্রমে ক্রমে তাহার নিদ্রা বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া কেবল রাশি রাশি অশ্রুজলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল, এক দিবস প্রবোধ বাবু তাহার নয়ন যুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ ও মলিনা দেখিয়া সাদরে সুমধুর বাক্যে বলিলেন,—

(১)

কেনলো প্রিয়সী হেরি বিরস বদন,
কেনবা অধরে নাহি হেরি চারু হাঁসি.
দিবানিশি অশ্রুজল কর বরিষণ,
কেনলো নিদয় এবে কহলো রূপসী।

(২)

কেনবা রহেছ ব'সে এলাইয়ে কেশ,
ভাসিছে হৃদয় সরে নবীন যৌবন,
উঠ উঠ প্রিয়তমে ত্যজিয়ে এ বেশ,
পুরক সলিলে এবে হওলো মগন।

(৩)

কি তাপে মলিন প্রিয়ে কমল বদন,
অপরূপ রূপে যার মুগ্ধ সদা মন,
কেন সে লাবণ্য তব হলো বিবরণ,
বুঝিতে না পারি প্রিয়ে ইহার কারণ।

(৪)

সঁপিয়াছি মন প্রাণ সকলি তোমায়,
দিবানিশি ও মূরতি করিতেছি ধ্যান,
তথাপি কেনলো হও পাষাণ হৃদয়,
বিষাদিত দেখি তোমা বাঁচে কিলো প্রাণ।

(৫)

অভিমানে ম্লান কেন ও চারু বয়ান,
আঁখি হতে বারিধারা ঝরে অবিরত,
শোকানলে হতেছ লো আকুলিত প্রাণ,
রাশি রাশি অশ্রুজলে হৃদয় প্লাবিত।

(৬)

সম্ভাষিলে কারো সনে কথা নাহি কও,
অহরহ চিন্তার্ণবে রহেছ মগন,
জিজ্ঞাসিলে কোন কথা উঠি চলি যাও,
চিন্তানলে নিরবধি হতেছ দহন।

(৭)

যুবতী বণিতা তুমি হৃদয়ের ধন,
নিরখিব চারুমুখে হাসি দিবানিশি,
আনন্দ সলিলে সদা রহিবে মগন,
তা না হয়ে অশ্রুজল ঝরে রাশি রাশি।

(৮)

এতেক বিভব মোর সকলি তোমার,
ক্রেতা তুমি মন প্রাণ করেছি বিক্রয়,

তোমা বিনে কারো আর নাহি অধিকার,
হৃদয় মাঝারে সুধু আছেলো আশ্রয়।

(৯)

শয়নে স্বপনে তোমা ভাবি অনুক্ষণ,
তোমা বিনা এ জীবনে কিবা প্রয়োজন,
হানিছে প্রখর বাণ নিদয় মদন,
পেতেছি অন্তরে প্রিয়ে দারুণ বেদন।

(১০)

করিয়াছ অভাগারে পতিত্বে বরণ,
তথাপি কেন যে হও পাষাণ হৃদয়,
বুঝিনু নিতান্ত হায় বিধি বিড়ম্বন,
এ হেন নিদয় হওয়া উচিত না হয়।

(১১)

পতির চরণে প্রিয়ে কর এক মতি,
মন আশা সফলিবে ঘুচিবে বেদন,
পতি বিনা রমণীর নাহি কোন গতি,
তাই বলি রাখ প্রিয়ে পতির বচন।

(১২)

পতি কথা এক মনে শুনিলে শ্রবণে,
পতি ধ্যান পতি জ্ঞান পতিই জীবন,
পতি রূপ ভাবে যেই শয়নে স্বপনে,
অচিরে দারুণ দুঃখ হয় নিবারণ।

(১৩)

দিবা নিশি ভাবে যেই পতির চরণ,
পতি দুঃখে করে দুঃখ নাগয় রতন,
পতি বিনা ভাবে যেই বৃথাই জীবন,
সেই নারী পতিব্রতা সার্থক জীবন।

(১৪)

পতির চরণে যদি থাকে এক মতি,
পরজনে পুত্রজ্ঞানে না করে ভজন,
অবশ্য অন্তিমে তার হইবেক গতি,
ঘুষিবে জগতে তারে পতিব্রতা সতী।

(১৫)

পতিই নারীর প্রিয়ে অমূল্য রতন,
পতি সম হেন ধন নাহি দেখি আর,
সেবিলে পতির পদ পরম ধরম,
তাই বলি রাখ বাণী বলি বার বার।

(১৬)

দৃষ্টান্ত দেখলো প্রিয়ে সাবিত্রী তাহার,
পতিপদে কামিনীর ছিল একমন,
পতি বিনা অন্য কিছু না জানিত আর,
রেখেছে জগতে কীর্ত্তি জিনিয়ে শমন।

(১৭)

পতি দুঃখে পতিপ্রাণা পরি জীর্ণ বাস,
অবলা সরলা বালা হলো নির্ব্বাসিত,

তুচ্ছ করি মহামূল্য সুখ সেব্য বাস,
দারুণ ক্লেশেও তবু নহে বিষাদিত।

(১৮)

তাই বলি প্রিয়তমে হওলো সদয়,
অভিমান পরিহর করিলো মিনতি,
নিরখি এ দশা তব বিদরে হৃদয়,
ব্যথিত হৃদয় মম অয়ি গুণবতি।

(১৯)

তুমি প্রাণ তুমি দেহ অভিন্ন হৃদয়,
ক্ষণেক না হেরি তোমা বিদরে পরাণ,
ও চারু মূরতি বিনা দেহ শূন্যময়,
চরণে মিনতি করি তুললো বয়ান।

(২০)

বাসনা আমার প্রিয়ে সদা হয় মনে,
ওরূপ যতনে আঁখি হৃদয় মাঝারে,
নিরবধি মন সাধে নিরখি নয়নে,
বিমল আনন্দ লভি এ পোড়া অন্তরে।

(২১)

পরিহর অভিমান ধরিলো চরণে,
ক্ষান্ত হও সুহাসিনী সম্বর রোদন,
চারু হাসি হাসি প্রিয়ে প্রফুল্ল বদনে,
প্রেমভরে অভাগারে কর আলিঙ্গন।

যুবতী সর্ব্বদাই প্রমোদকে হৃদয়মন্দিরে ধ্যান করিতেছে। বৃদ্ধের উপদেশ বাক্যের এক বর্ণও শ্রবণে স্থান দেয়

নাই। যুবতী কেবল তাহার উপপতির রূপের ও গুণের বিষয় চিন্তা করিয়া, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। কখন বা হায় কি হইল বলিয়া, রোদন করিতেছে। বৃদ্ধ যুবতীকে তাহার এরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তথা হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিত।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী প্রাণ অপেক্ষাও আদরণীয়। এক্ষণে যুবতীর এরূপ বিষণ্ণ বদন দেখিয়া বৃদ্ধের অন্তরাত্মা বিষাদ-সলিলে মগ্ন হইল। তিনি পুনঃ পুনঃ শান্তনা করিতে চেষ্টা করিলে যুবতী মৃদু মৃদু স্বরে বলিল।—

(২২)

বিরক্ত করেন কেন সুধু মহাশয়,
অভাগীর দুঃখ কথা কি কহিব আর,
অবলা সরলা বালা জ্বলে যাতনায়,
জিজ্ঞাসা করেন মোরে কেন বার বার।

(২৩)

দিবা নিশি অশ্রুজল করি বরিষণ,
কেন যে দেখেন মোর আনত আনন,
কে বুঝে এ দুঃখ মোর বিনে সেই জন,
কেন যে পেতেছি মনে দারুণ বেদন।

(২৪)

নিরবধি মন প্রাণ জ্বলে যাতনায়,
রাশি রাশি অশ্রু তাই করি বরিষণ.
নিভাতে এ জ্বালা হেথা না দেখি উপায়,
এমোর দুঃখের আর কি কব কারণ।

(২৫)

নহে যোগ্য অভাগিনী চরণ সেবায়,
মুছি অশ্রুরাশি রাশি করি জ্বালাতন,
আজ্ঞা কর যাই আমি পিতার আলয়,
দেখিতে না হবে আর বিরস বদন।

(২৬)

ধনবান গুণবান পূজনীয় জন,
অভাগিনী বুদ্ধিহীনা কি জানে এমন,
ভক্তি করি নিরন্তর পূজিয়ে চরণ,
সার্থকিয়ে এ জনম জুড়াবে জীবন।

(২৭)

তাই বলি অভাগিরে ত্যজি মহাশয়,
সুন্দরী কামিনী পুনঃ কর পরিণয়,
সতত রহেছে মম ব্যথিত হৃদয়,
অবলারে দুঃখ দেওয়া উচিত না হয়।

(২৮)

আসিয়াছি বহুদিন ত্যজি পিত্রালয়,
ভাই ভগ্নী পিতা মাতা কে আছে কেমন?
ভুলিয়াছি সে অবধি আমি কি নিদয়,
ছার পতি তরে কিছু নাহিকো স্মরণ

(২৯)

পুষিয়াছি তথা এক অপরূপ পাখী,
পাখীর গুণের কথা করিয়ে স্মর,

অহরহ জলে আঁখি তাহারে না দেখি,
নিরন্তর চিন্তানলে হতেছি দহন।

(৩০)

গাইত মধুর গীত সুমধুর স্বরে,
মধুর বচনে কভু করি সম্ভাষণ,
কতই যতনে হায় তুষিত সে মোরে,
স্মরিলে সে সব কথা ব্যথিতয়ে মন।

(৩১)

ভাবিছে কতই পাখী অবলার তরে,
নিরবধি চিন্তার্ণবে রহেছে মগন,
কতই দারুণ ব্যথা পেতেছে অন্তরে,
কাঁদিয়ে হয়েছে আর লোহিত নয়ন।

(৩২)

ভর্ৎসনা করিছে কত নিদয় বলিয়ে,
কাতরে ডাকিছে কভু মধুর বচনে,
নির্জ্জনে বসিয়ে কভু বিষাদিত হয়ে,
পরুষ আচার মোর ভাবিছে সে মনে।

(৩৩)

না জানে চাতুরী পাখী, সরল হৃদয়,
আমা বিনা এ জগতে নাহি জানে আর,
ক্ষণেক না হেরি মোরে ব্যাকুলিত হয়,
বিরহ দহনে হৃদি জ্বলিতেছে তার।

(৩৪)

শয়নে স্বপনে মোরে ভাবে অনুক্ষণ,
নিরন্তর মুখে মুখে যোগাই আধার,
হৃদয়ে নাচাই কভু করিয়ে যতন,
অভাগী বিহনে এবে সব অন্ধকার।

(৩৫)

গাইতাম কত গীত প্রাণপাখী সনে,
ডাকিতাম সমাদরে মধুর বচনে,
কতই আমোদ তবে উপজিত মনে,
এখন সে সব যেন নিরখি স্বপনে।

(৩৬)

বসিতাম পাখী সনে নয়নে নয়নে,
কহিতাম কত শত নূতন বিষয়,
প্রণয় শৃঙ্খল বাঁধি সুদৃঢ় বন্ধনে,
যতনে হৃদয় মাঝে দিতাম আশ্রয়।

(৩৭)

ভুলেছি সে সব একি পাষাণ হৃদয়,
আসিয়াছি অদর্শনে দিয়া মন ব্যথা,
স্মরিলে একথা হায় হৃদি বিদারয়,
ইচ্ছা হয় দিবানিশি গাই গুণ কথা।

(৩৮)

পাখী বিনা অন্য কিছু নাহি জানি আর,
পাখী ধ্যান পাখী জ্ঞান পাখীই জীবন,

পাখীরে না হেরি আমি করি হাহাকার,
পাখীর বিরহে কভু না রবে চেতন।

(৩৯)

তাই বলি মহাশয় যাই পিত্রালয়,
পাখী তরে নিরন্তর ব্যাকুলিত মন,
পাখীরে না দেখি মোর বিদরে হৃদয়,
পিত্রালয়ে অদ্য মোরে করুণ প্রেরণ।

(৪০)

নতুবা তো ক্ষান্ত নাহি হইবে রোদনে,
ক্রমেই বিরস মোর দেখিবে বদন,
যতক্ষণ নাহি তারে হেরিব নয়নে,
রাশি রাশি বারি মাঝে ভাসিবে নয়ন।

(৪১)

না করিব বেশ ভূষা ত্যজিব জীবন,
নারী হত্যা মহাশয় কর কি কারণ,
অনুমতি কর মোরে করিতে গমন,
প্রাণ পাখী হেরি আজি জুড়াই জীবন।

(৪২)

রয়েছে আশায় পাখী চকোরের প্রায়,
অমিয় বচন মোর করিয়ে শ্রবণ,
পুলক সলিলে তার ভাসিবে হৃদয়,
প্রফুল্ল হইবে মোরে করি দরশন।

(৪৩)

সহিছে কতই হায় দারুণ যাতনা,
নিরখিতে অবলারে সদা চিত ধায়,
উচিত না হয় তারে করা প্রতারণা,
উপায় না পায় সুধু করে হায় হায়।

(৪৪)

আগে যদি জানে মোরে হেন নিরদয়,
ভালবেসে অবশেষে এরূপ লাঞ্ছনা,
তাহলে হৃদয়ে কভু করে কি আশ্রয়,
জানিতনা প্রাণপাখী প্রণয় যাতনা।

(৪৫)

নিরবধি বারি ধারা ঝরিয়ে নয়নে,
চারুআঁখি হ'তো নারে লোহিত বরণ,
ত্যজিয়ে সুচারু হাঁসি বিরস বদনে,
ব্যথিত অন্তরে নাহি থাকিত কখন।

(৪৬)

অভাগীরে যদি পাখী পেতো দরশন,
থাকিত না কভু হায় ব্যাকুলিত হয়ে,
দারুণ প্রণয় জ্বালা না পেতো কেমন,
আকুল না হ'তো মোনে ভাবিয়ে ভাবিয়ে

(৪৭)

থাকিত অধরে তার মধুমাখা হাসি,
ডাকিত না অবলারে কভু সকাতরে,

ঝরিত না আঁখি হতে বারি রাশি রাশি,
হাঁসিত খেলিত পাখী পুলক অন্তরে।

(৪৮)

দুষ্টমতি চিন্তা তার পশিয়ে হৃদয়ে,
দহিতে না পারিত রে জ্বালি মনাগুণ.
না করিত হায় হায় দহন সহিয়ে,
বিবর্ণ হতোনা তার সুচারু বদন।

(৪৯)

না জানি কতই দুঃখ পেতেছে অন্তরে,
অভাগীরে প্রাণ পাখী ভাবি নিরন্তর,
কতই আক্ষেপ হায় করিছে কাতরে,
বহিছে প্রবল স্রোত হৃদয় উপর।

(৫০)

বাঁধিলাম কেন তারে প্রণয় শৃঙ্খলে,
উড়িতে না পারে পাখা করে হায় হায়,
ভাসিছে হৃদয় তার নয়নের জলে,
পড়েছে বিপদে হায় না পায় উপায়।

(৫১)

সরল হৃদয় পাখী ভেবে ছিল মনে,
আনন্দ সলিল মাঝে হইবে মগন,
রাখিয়ে সতত মোরে নয়নে নয়নে,
তা না হয়ে প্রাণপাখী পেতেছে বেদন

(৫২)

(হায় পাখী) পাষাণীর সনে কেন করিলে প্রণয়,
কেন বা ভুলিলে তুমি মিথ্যা প্রলোভনে,
দারুণ দহনে তাই দহিছে হৃদয়,
দেখ এবে কত ব্যথা পেতেছ রে মনে,

(৫৩)

কেনই বা ভাল বেশে হলে জ্বালাতন,
কতই আক্ষেপ হায় হইতেছে মনে,
অনুমাত্র সুখ নাই কেবল দহনে,
দহিতেছি একমাত্র অবলা বিহনে।

(৫৪)

(নাহি তব দোষ) কেমনে মানিবে বল পাষাণীর মন,
পীযূষে গরল হবে নাহি লয় মনে,
তাই না করিলে মন প্রাণ সমর্পণ,
বিপরিত হ'লো হায় বিধি বিড়ম্বনে।

(৫৫)

মাসাবধি নাহি মোর পাবে দরশন,
পুনর্ব্বার প্রাণপাখী পাবে অবলারে,
দুই মাস হ'লো তবু নাহি বিলোকন,
অলিক কথায় কত নিন্দিতেছ মোরে।

(৫৬)

ক্ষমা কর প্রাণ পাখী নহে মমদোষ,
তুমি প্রাণ তুমি ধ্যান তুমি এ জনার,

অবলার প্রতি পাখী করোনারে রোষ,
পরাধীনা নারী জাতি (ভাই) না মিলে আধার।

(৫৭)

নিবেদি চরণে আমি শুন মহাশয়,
চকোর সমান হয়ে রহেছে আশায়,
পাখী তরে নিরন্তর ব্যথিত হৃদয়,
কৃপা করি বল যাই পিতার আলয়।

(৫৮)

কিবা হেন রূপবতী বণিতা তোমার,
চরণে আশ্রয় দেওয়া উচিত না হয়,
লভিতে বাসনা যদি আনন্দ অপার,
রূপবতী দেখি পুনঃ কর পরিণয়!

(৫৯)

অতুল ঐশ্বর্য্য তব ধনের আকর,
সুন্দরী যুবতী কত রহেছে আশায়,
মাল্যদান করিবারে ভাবে নিরন্তর,
অবলারে দুঃখ কেন দেন মহাশয়।

(৬০)

রাখিতে যতনে তোমা হৃদয় মাঝারে,
সুন্দরী যুবতী সদা ভাবে মনে মনে,
মোহন মূরতি তব ভাবিছে অন্তরে,
অবলারে দুখ কেন দেন অকারণে,

(৬১)

সামান্যা অবলা বালা না জানি ভকতি,
মেদিনী মাঝারে মাত্র চিনি সেই পাখী,
শুনিলাম পতি গুরু নাহি হয় মতি,
ব্যাকুলিত হয় মন পাখীরে না দেখি।

(৬২)

না জানি পূজিতে কভু পতির চরণ,
কেমনে বাসে বা ভাল অন্তরে অন্তরে,
শিখেছি পাখীর স্বধু করিতে পালন,
পাখীরে নাচাই কিন্তু হৃদয় উপরে।

(৬৩)

বুঝিতে নারিনু কভু পতি কিবা ধন,
চিনেছি পাখীরে কিন্তু অমূল্য রতন,
দিবানিশি মন সাধে করি দরশন,
ক্ষণেক না হেরি পাই দারুণ বেদন।

(৬৪)

তাই বলি পুনর্ব্বার করি পরিণয়,
সর্ব্বগুণান্বিত এক স্বন্দরী যুবতী,
মন স্বখে দিনপাত কর মহাশয়,
অচল ভকতি তার রবে তব প্রতি।

প্রবোধ বাবু যুবতীর এই সকল নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া ভাবিলেন প্রিয়তমা পাগলিনী হইয়াছে। যুবতী পাখীর জন্য আহার নিদ্রা বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া রোদন করিতেছে; তবে কি সত্য সত্যই প্রিয়া আমার পাখীকে

দেখিতে না পাইয়া এত কাতর হইয়াছে। সামান্য একটী পাখীর জন্য যে এই পূর্ণ যৌবন অবস্থায় পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে ইহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয় শুনিয়াছি রমণীগণ পতির জন্য অতুল ঐশ্বর্য্যেরও প্রত্যাশা করেন না এমন কি স্বামীর শ্রীচরণ সেবা লালসায় বিজন অরণ্যের কঠোর ক্লেশ সহ্য করিতেও কাতর নহে। জনক রাজনন্দিনী জানকী, পুণ্যশ্লোক নল রাজার বণিতা দময়ন্তী ও অশ্বপতি রাজসুতা সাবিত্রী তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। পাঠক মহাশয়! প্রবোধ বাবু আর দৃষ্টান্ত দিবার লোক পাইলেন না। তিনি যুবতীর কথা শুনিয়া তাহাকে ক্ষিপ্তা বলিতেছেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রকৃত পক্ষে প্রবোধ বাবুই প্রলাপ সূচক কথা কহিতেছেন। যুবতীর কথার সহিত তাঁহার দৃষ্টান্ত কয়েকটী তুলনা করিতে গেলে অগ্রে তাঁহাকেই অন্তর্জ্জলিতে নামান উচিত। দেখুন যে বণিক কন্যা তাহার পিতার বকুল বাগানে চিরদিন প্রমোদের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়াছে, যে যুবতী এখনো সেই লম্পট যুবকের জন্য কত শত অদ্ভুত কৌশল বাহির করিতেছে, তাঁহার যে দুশ্চরিত্রা প্রিয়তমা এখনো উপপতিকে দেখিবে বলিয়া রমণীর পরম দেবতা স্বরূপ স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইতেছে তিনি কিনা অবলীলাক্রমে সেই পাপাশয়া কলঙ্কিনী বণিক দুহিতার সহিত প্রত্যক্ষ দেবতারূপা পতিব্রতা ধর্ম্মশীলা সীতাদেবী, দময়ন্তী ও সাবিত্রীর সহিত তুলনা করিলেন। প্রবোধ বাবু ভাবিয়াছিলেন হয়তো যুবতীর এখনো স্ত্রীধর্ম্ম হয় নাই

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হয় দশমাস অন্তর্কত্তা হইয়াছে। যাহাহউক বৃদ্ধেরা যুবতী ভার্য্যাকে কি অমূল্য রত্নই জ্ঞান করেন। বোধ করি তাঁহাদের যুবতী স্ত্রী পর পুরুষের সহিত আশক্তা হইলে তাহাও গোপন করিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিয়া তাহার প্রস্তুত দ্রব্যাদি পবিত্র বলিয়া উদর দেবের পূজায় নিবেদন করিয়া দিতে পারেন। প্রবোধ বাবু এখনো ভাবিতেছেন যুবতী তাঁহাকে আপনার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসে। এখনো তাহাকে পতিপ্রাণা ও সাবিত্রী তুল্যা সতী জ্ঞান করিতেছেন। এখনো তাহাকে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সুখের মূলাধার জ্ঞান করিতে ছেন। তিনি যুবতীর নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাক্ পুনর্ব্বার সুমধুর বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন।

(৬৫)

(অয়ি সুন্দরী) সামান্য পাখীর জন্য করিছ রোদন,
এতেক ঐশ্বর্য্য মোর বিভব বিষয়,
কিবা চাহ কি বাসনা হইবে পূরণ।
এই দণ্ডে পাখী এক করাইব ক্রয়।

(৬৬)

পাঁচ শত টাকা যদি মূল্য তার হয়,
ইহাতেও যদি পাখী না করে বিক্রয়,
বিমুখ না হব তবু করাইতে ক্রয়,
বৃথা এ রোদনে তবে কিবা ফলোদয়।

(৬৭)

কি ছার এতেক মুদ্রা অমূল্য জীবন,
তোমাকেইতো ও প্রিয়ে করেছি বিক্রয়,
অকারণ কেন প্রিয়ে করিছ রোদন,
বুদ্ধিবতী তুমি কভু উচিত না হয়।

(৬৮)

কোন পাখী কহ প্রিয়ে কিনিতে বাসনা,
যথা বিধি মুল্য তার লহ নিজ করে,
বল মোরে এই দণ্ডে ঘুচাব যাতনা,
আঁখি হতে অকারণ অশ্রু কেন ঝরে।

(৬৯)

নূতন যৌবন সরে নেমেছ এঁখন,
কেমনে রাখিব তোমা পিতার আলয়ে,
পালিত পাখীরে এবে হও বিস্মরণ,
ত্যজিবে রোদন বল কোন পাখী লয়ে।

(৭০)

চরণে মিনতি করি সম্বর রোদন,
বারেক অধরে ওলো দেখি চারুহাসি,
নিদয় হইয়ে আর দিওনা বেদন,
ব্যাকুল হওনা আর চিন্তার্ণবে ভাষি।

(৭১)

দিয়েছ অনেক দুঃখ এ পোড়া অন্তরে,
ভেবে দেখ কতবার ধরেছি চরণে,

গঠেছে বিধাতা নাকি হৃদয় প্রস্তরে,
এখনো রয়েছি তাই বাঁচিয়া জীবনে

(৭২)

পুলক সলিলে প্রিয়ে হইয়ে মগন,
মধুমাখা হাঁসি সহ সুচারু বদনে,
নাথ বলি একবার কর সম্ভাষণ,
মিটাও মনের সাধ সুখ আলিঙ্গনে।

(৭৩)

জ্বলিছে হৃদয় মোর বিরহ দহনে,
তথাপি কেনলো প্রিয়ে এত নিরদয়,
পতির দুঃখেতে তবু দয়া নাহি মনে,
তোমা হেন রমণীর উচিত না হয়।

(৭৪)

পতি আমি কতবার ধরিনু চরণে,
তথাপি অভাগা প্রতি হলেনা সদয়,
এতদিন পরে হায় জানিলাম মনে,
রমণী পাষাণ মম অতি নিরদয়।

(৭৫)

যতনে তুষিলে তবু না হয় সদয়,
শিখেনি এখনো তারা পতি কিবাধন,
পতি তরে নহে কভু ব্যথিত হৃদয়,
না জানে কখন তারা মধুর বচন।

(৭৬)

পতি যদি চির দিন থাকে দেশান্তরে,
তথাপি না হয় তারা আকুল হৃদয়,
পতির বিরহে থাকে পুলক অন্তরে,
বিরহ হইলে বরং হয় সুখোদয়।

(৭৭)

তাই বলি নারী জাতি বড় নিরদয়,
দয়া নাই মায়া নাই কেবল পাষাণ,
আন্তরিক ভাল বেসে নাহি কথা কয়,
কথায় কথায় সুধু করে অভিমান।

(৭৮)

স্ত্রৈন পতি পুনঃ পুনঃ ধরিলে চরণে,
যতনে হৃদয় মাঝে দেয় যদি স্থান,
নিয়ত তুষিলে কত মধুর বচনে,
তথাপি বদন ভারি করে অভিমান।

(৭৯)

ভালবেসে রাখে যদি নয়নে নয়নে,
প্রাণাধিক রমণীরে করে যদি জ্ঞান,
মিটায় মনের সাধ সুখ আলিঙ্গনে,
যতনে পতিরে হৃদে নহিদেয় স্থান।

(৮০)

কলির প্রভাবে সব গেল রসাতল,
ভুলিল রমণী কুল পতির চরণ,

পতি পদে নাহি মতি সদাই চঞ্চল,
না শুনে শ্রবণে হায় পতির বচন।

(৮১)

দেব প্রতি ভক্তি নাই অন্য দিকে মন,
পাপের সাগরে সবে নিয়ত মগন।
ভুলেও বারেক নারী করেনা শ্রবণ,
পতিব্রতা সাবিত্রীর অপূর্ব্ব কথন,

(৮২)

স্মরণ লইয়া যেই ধরম চরণে,
অদ্ভুত সতীত্ব বলে জিনিয়া শমন,
দশ দিক আলোকিল সতীত্ব কিরণে,
মৃত পতি ফিরি পেয়ে জুড়াল জীবন।

(৮৩)

এ হেন অমূল্য দেখ ধরম রতন,
লভিলে যাহারে শেষে পায় মোক্ষপদ,
স্বইচ্ছার সিন্ধু জলে দেয় বিসর্জ্জন,
পাপেতে হইয়ে রত ভুঞ্জিছে বিপদ।

(৮৪)

সতীত্ব সমান ধন নাহি দেখি আর,
হরিতে বৃত্তান্ত যারে নহেকো সক্ষম,
গায় যশ সর্ব্বজন গৌরবে যাহার,
কেমনে হারায় নারী সতীত্ব ধরম।

(৮৫)

যে পদ সেবিলে হয় সার্থক জনম,
ভকতি করিলে যারে তুষ্ট নারায়ণ.
অনায়াশে ঘুচে যায় এ ভব বন্ধন,
কেমনে ভুলিছে সেই পতির চরণ।

(৮৬)

যেপদ রাখিলে হৃদে জুড়ায় জীবন,
বার বার ভব হাটে ঘুচে আনাগনা,
সহিতে না হয় আর যাতনা দারুণ,
সেবিতে সে পদ কেন করেনা বাসনা।

(৮৭)

নাহিবেক সে সব মতি ভকতি এখন,
বেড়েছে নারীর এবে মদন আগুণ,
গোপনে অন্যেরে নারী করিছে ভজন,
কলি এসে একি হলো অদ্ভুত ঘটন।

(৮৮)

সন্তুষ্ট নহেক আর পতির যতনে,
বাধ্য নহে পতিকাছে স্বাধীন এখন,
প্রণয় করিছে নিত্য নবযুবা সনে,
কলি এসে একি হলো অদ্ভুত ঘটন।

(৮৯)

নারী কাছে পতি এবে ঘৃণার ভাজন,
যে নারী পতির পদ সেবিত সতত,
সেই নারী শিরোমণি হয়েছে এখন,

নির্ভয়ে ভৎ'সনা হায় করে অবিরত।

(৯০)

বিধির কৃপায় নারী পেলে পতি ধনে,
স্বর্গ সুখ অনুভব করিত তখন,
এখন নির্ভয়ে তাহা ঠেলিছে চরণে,
কলি এসে একি হলো অদ্ভুত ঘটন!

(৯১)

যেই নারী পতি ধনে করিলে দর্শন,
রাশি রাশি আনন্দাশ্রু ফেলিত তখন,
সেই নারী পতি পেলে ফিরায় বদন,
কলি এসে একি হলো অদ্ভুত ঘটন।

(৯২)

প্রাণপতি সনে যদি হইত মিলন,
কহিত কতই কথা পতি সহা সনে,
যদিও দিবস রাতি করি আলাপন,
কলি এসে একি হলো অদ্ভুত ঘটন।

(৯৩)

বসন ভূষণ কিছু না মাগিত তখন,
পতি রত্ন পেলে নারী হাসিত বদনে,
অপার আনন্দ নীরে হইত মগন,
কলি এসে একি হলো অদ্ভুত ঘটন।

(৯৪)

জানিত কেবল তারা পতির চরণ,
সুন্দর যুবক প্রতি না ফিরাতো নয়ন,

পতির চরণে ভক্তি ছিল অনুক্ষণ,
কলি এসে একি হলো অদ্ভুত ঘটন।

(৯৫)

এইতো প্রথম সবে কলির দর্শন,
না জানি কতই হায় আছে মনে মনে,
নারীরে দেবতা জ্ঞানে করিছে অর্চ্চন,
চুরি করি নারীগণে দিতেছে ভূষণ।

(৯৬)

দিন দিন কৃশ যুবা যুবতী প্রবলা,
শঙ্কিত সতত যুবা করিতে শাসন,
চরণে বুলায় গাত্র অবলা সরলা,
সেই ভয়ে কিছু আর বলেনা এখন।

(৯৭)

নারী ভয়ে শশঙ্কিত পুরুষের মন,
নারী জাতি স্বভাবেই পাষাণ হৃদয়,
কলির প্রভাবে কিছু না মানে এখন,
পতিরে চরণ দিয়া পাছে প্রহারয়।

(৯৮)

যেই নারী থাকিতরে চরণের তলে,
পুরুষ শাসনে ভীত সদা সর্ব্বক্ষণ,
সম্ভাষিয়ে উচ্চরবে কত কথা বলে,
পুরুষে চরণে হায় রাখিছে এখন।

(৯৯)

পুরুষে দেখি লজ্জায় ঢাকিত বদন,

লজ্জিত হইয়ে চলি যেতো ধীরে ধীরে,
কলি এসে একি হলো অদ্ভুত ঘটন,
অর্দ্ধক্রোশ দূর হতে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে

(১০০)

কামিনী হইল শেষে মস্তকের মণি,
একোর দুখের কথা কে করে শ্রবণ,
শেষে না পূজিতে হয় চরণ দুখানি,
কলি এসে একি হলো অদ্ভুত ঘটন।

(১০১)

রমণী দেখিলে মুখে নাসরে বচন,
শাস্তি দেয় পাছে তাই ভাবে মনে মনে,
কোথা হতে জাদু বিদ্যা শিখিল এমন,
হারাবে শেষেকি প্রাণ নারীর চরণে।

(১০২)

নারীরে দেখিলে মুখে দিবে আচ্ছাদন,
পলাবে দুদিন পরে নারী দরশনে,
সতত শঙ্কিত রবে শুকাবে বদন,
বাঁচি যদি কিছুদিন দেখিব নয়নে।

(১০৩)

শৃঙ্খলে আবদ্ধ কেহ হতে নাহি চায়,
নিজ ভুজবলে এবে ছেদিছে বন্ধন,
বলীষ্ঠো কুঞ্জরী সম বাড়িতেছে কায়,
তাই না বাসনা হতে স্বাধীন এখন।

(১০৪)

নারী হয়ে পুরুষেরে করিতে শাসন,
অণুমাত্র শঙ্কা নাহি একি চমৎকার,
কলি এসে একি হলো অদ্ভুত ঘটন,
ধন্য রমণী-গণ করি নমস্কার।

(১০৫)

অতুল বিভবে তারা নহে বশীভূত,
প্রণয়ে বাসনা হলে অন্যজন সনে,
অমনি চলিয়া যায় ত্যজি সুতাসুত,
ঘটিল অদ্ভুত একি কলি দরশনে।

(১০৬).

যতন করিলে তবু নাহি গায় যশ,
শিখালে শিখেনা কভু শিষ্ট আচরণ,
মন সাধ পুরিলেও তবু নহে বশ,
কলি এসে একি হলো অদ্ভুত ঘটন,

(১০৭)

কথায় কথায় দেয় দারুণ যাতনা,
চিনিল না এ জনমে দয়া যে কেমন,
অমূল্য ধরম তরে না করে কামনা,
নির্দয় রমণী হেন বৃথাই জীবন।

(১০৮)

পতির চরণে আর নাহিকো ভকতি,
পর করে সপিতেছে দেহ মন প্রাণ,
'কলি এসে হ'লো হায় একি নব রীতি,

সামান্য প্রণয় তরে মজিতেছে মান।

(১০৯)

করিছে কতই চিন্তা পাপে রত মন,
সুন্দর যুবকে সদা ভাবিছে অন্তরে,
ভাবিল না একবার ধরম কেমন,
না জানি কেমনে পার হবে ভব পারে।

(১১০)

হারাতে মমতা নাহি সতীত্ব রতন,
যখন যাহারে ভাবে রমণী হৃদয়,
অমনি আশ্রয় দেয় করিয়ে যতন,
শুকালে যৌবন জল করে হায় হায়।

যুবতী তাহার প্রাণ পাখী প্রমোদকে দেখিবে বলিয়া তাহার স্বামীকে এরূপ অলীক কথায় ভুলাইতে ছিল, প্রবোধ বাবু এখনো পাখী শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। যুবতীর মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, সুতরাং স্পষ্টই বলিতে।—

(১১১)

একমাত্র ছিল পাখী করিয়াছি ক্রয়,
অশীতি সহস্র মুদ্রা দিলে নাহি মিলে,
স্বামী বিনে নিরন্তর মন প্রাণ জ্বলে,
'অবলার হৃদিমাঝে পাখীর আশ্রয়ঃ

(১১২)

কৃপা করি আজ্ঞা কর যাই পিত্রালয়ে,
বিক্রয় হতেছে তথা প্রাণ পাখিধন,

যৌবন রতনে দিয়া ক্রয় করি গিয়ে,
সুদৃঢ় প্রণয় ডোরে করিব বন্ধন।

(১১৩)

ত্যজিয়াছি বেশ ভুষা পাখীর কারণ,
অবলা হৃদয়ে জ্বলে দারুণ যাতনা,
বাড়িছে ক্রমেই হায় পোড়া মনাগুণ,
কেজানে আসিয়ে হবে এরূপ ঘটনা।

(১১৪)

রহিবনা কভূ আর তোমার আলয়ে,
পিতামাতা পাখীতরে ব্যাকুলিত মন,
অভাগীরে ভাবে পাখী ব্যথিত হইয়ে,
সহিতে নারীছে আর দারুণ বেদন।

(১১৫)

চরণে মিনতি করি হওগো সদয়,
সহিতে না পারি আর বিচ্ছেদের জ্বালা,
দয়ালু বলিয়ে তোমা কত যশগায়,
পাখীতরে দেখ কাঁদে অবলা সরলা,

(১১৬)

বাখানে তোমারে লোকে অতি সৎজন,
পর দুঃখে কেন নহে ব্যথিত হৃদয়,
পাখীতরে অশ্রুজল করি বরিষণ,
তথাপি কি তিল মাত্র দয়া নাহি হয়।

(১১৭)

দেখেছি অনেক বটে অতি নিরদয়,

পর দুঃখে অশ্রু বিন্দু ঝরেনা নয়নে,
অবলা সরলা বলে এত দুঃখ সয়,
কঠিন পাষাণ হায় দয়া নাহি মনে।

(১১৮)

পাখী বিনে নিশ্চয়ই ত্যজিব জীবন,
নারী হত্যা মহাপাপ জান মহাশয়,
তাই বলি পিত্রালয়ে করুন প্রেরণ,
বিনা দোষে দুঃখ দেওয়া উচিত না হয়।

(১১৯)

যুবতী কৌশল করি কত কথা কয়,
বুঝিতে পারিল বৃদ্ধ তাহার চাতুরী,
নবীন যুবকে কোন ভজেছে নিশ্চয়,
ক্রোধে অন্ধ যেন তনু কাঁপে থরথরি।

(১২০)

শুনি এ দারুণ বাণী লোহিত নয়ন,
প্রহার করিতে কভু করে আস্ফালন,
পরুষ বচনে বৃদ্ধ করি সম্ভাষণ,
বলিতে লাগিল তারে নিষ্ঠুর বচন।

(১২১)

এক্ষণে বুঝিলাম কেন ব্যাকুলিত মন,
সত্যই পাখীকে নাহি নিরখি নয়নে;
প্রকৃত পাখীর অর্থ বুঝিনু এখন,
প্রকৃত হৃদয় তোর পাখী অদর্শনে।

(১২২)

যথার্থ অসতী তুই বুঝিনু এখন,
পতি ত্যজি অন্য জনে ভজিতে বাসনা,
অন্যজনে কলঙ্কিনী করিস ভজন,
এই পদাঘাতে তোর ঘুচাব কামনা।

(১২৩)

উপপতি তরে তোর উচাটন প্রাণ,
এত কি জ্বলেছে তোর মদন আগুণ,
জনমের মত আজি করিব নির্ব্বাণ,
কোথা তোর প্রাণপাখী করনা স্মরণ।

(১২৪)

ধিক রে জীবনে তোর ওরে কলঙ্কিনী,
মজিল রে কুলমান সতীত্ব রতন,
ধরম ভয় কি কিছু নাহি দুশ্চারিণি,
পাপের সাগরে হায় হইলি মগন।

(১২৫)

শুনিয়াছি নারী হত্যা বলে মহাপাপ,
হিতাহিত কিছু জ্ঞান নাহিকো তাহার,
অনাহারে বদ্ধ ঘরে দিব মনস্তাপ,
তাই আজ মম করে পাইলি নিস্তার।

(১২৬)

সাধে কি পাষাণ বলি রমণী হৃদয়,
গোপনে প্রণয় করি মজাইলু মান,

সতীত্ব ধরম যাবে নাহি মনে ভয়,
নিদারুণ যন্ত্রণায় হারাবি পরাণ।

(যুবতীর আবদ্ধগৃহে অবস্থিতি।)

(১২৭)

মজিলাম কেন হায় প্রমোদের সনে,
সহিতে হতেছে তাই দারুণ যাতনা,
অনাহারে শেষে হায় মরিরে জীবনে,
গোপনে প্রণয় করে একি বিড়ম্বনা।

(১২৮)

বণিকের কন্যা আমি অতুল বিষয়,
মণিমুক্তা রত্ন কত দেখেছি নয়নে,
দারুণ বেদনে এবে ব্যথিত হৃদয়,
রতন অভাবে অশ্রু মুছি ক্ষণে ক্ষণে।

(১২৯)

কোথা বা এখন সেই বকুল বাগান,
ছিলাম যুবার সনে যবে রঙ্গ রসে,
কথায় কথায় কত করিতাম মান,
দুঃখের সাগরে ভাসি মজি নিজ দোষে।

(১৩০)

কলঙ্কিনী বলে লোকে দিবেরে গঞ্জনা,
মেদিনী মাঝার যদি হয় বিদারণ,
লাবণ্য মলিন হলো ভাবিয়ে ভাবনা,
প্রবেশিয়ে মন দুঃখ করি নিবারণ।

(১৩১)

কেন রে মজিনু হায় বৃথা প্রলোভনে,
অমূল্য রতন সম সতীত্ব ধরম,
হারালেম যুবা সনে প্রেম আলাপনে,
পতি কাছে হইলাম ঘৃণার ভাজন।

(১৩২)

উপায় না পাই কোন কি করি এখন,
গোপনে প্রেমের হায় একিরে লাঞ্ছনা,
পতি ত্যজি অন্যে যেন না করে ভজন,
এ পোড়া প্রণয়ে কেন করেরে বাসনা।

(১৩৩)

গোপনে কেহই যেন না করে প্রণয়,
অভাগীর দুঃখ যেন ভাবে এক মনে,
পতি বিনে এ জগতে কেহ কিছু নয়,
অসময় হায় হায় রাখেনা চরণে।

(১৩৪)

প্রথমে ভুলায় মন কত প্রলোভনে,
শুকালে যৌবন জল করে পলায়ণ,
এ পোড়া প্রণয় কেন করেরে গোপনে,
অন্তিমে দেখেনা হায় ফিরিয়া নয়ন।

(১৩৫)

কমলে যেমন মধু থাকে যত দিন,
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি কত করে আনাগনা

কিছু দিন পরে পদ্ম হলে মধু হীন,
চলি যায় নাহি আসে করে প্রতারণা।

(১৩৬)

তেমতি যৌবন জল রহে যতক্ষণ,
মদন তপনে তনু হইয়া তাপিত,
প্রণয় পিপাসাতুর আসে কত জন,
ত্যজিয়ে যেতে না চায় থাকে অবিরত

(১৩৭)

এ পাপ করমে কেন হ'লো মম মতি,
নিজ দোষে হারালেম সতীত্ব রতন,
অন্তিম কালের পথ ত্যজি প্রাণ-পতি,
আবদ্ধ আগারে কেন রহেছি এখন।

(১৩৮)

কেমনে অন্তিমে হায় পাব পরিত্রাণ,
হলেম জগত কাছে বিরাগ ভাজন
লম্পট যুবক তরে গেল কুলমান,
কেন রে করিনু পাপ প্রেম আলাপন।

(১৩৯)

কেন বা ভুলিনু তার মিথ্যা ছলনায়,
প্রণয় শৃঙ্খলে কেন করিনু বন্ধন,
তাই না এখন ওরে করি হায় হায়,
দারুণ বেদনে হৃদি হয় বিদারণ।

(১৪০)

এ পোড়া করমে যদি না হতো বাসনা,
যুবকের প্রলোভনে না ভুলিত মন,
সহিতে হতোনা কভু দারুণ যাতনা,
থাকিত রতন সম সতীত্ব ধরম।

(১৪১)

অচল ভকতি যদি রতো পতি প্রতি,
শুনিতাম পতি কথা করি একমন,
না মজি পরের প্রেমে হইতাম সতী,
দুস্তর কলঙ্ক পঙ্কে হই কি মগন।

(১৪২)

পতিরে হৃদয়ে যদি দিতাম আশ্রয়,
সেবিতাম পতি পদ ভক্তি সহকারে,
তা হলে এ জ্বালা কভু সহিতে কি হয়,
থাকিতাম দিবানিশি পুলক অন্তরে।

(১৪৩)

ভাসিত না হৃদি কভু নয়নের জলে,
হইত না কৃশতনু মলিন এমন,
রাশি রাশি অশ্রু কেন মুছিব তা হলে.
পর প্রেমে কেন হায় মুগ্ধ হলো মন।

(১৪৪)

পিতা মাতা আত্ম জনে হেরিলে নয়নে,
কেমনে কহিব কথা তুলিয়ে বয়ান,

একিরে লাঞ্ছনা প্রেম করিয়ে গোপনে,
এড়াই সকল জ্বালা যায় যদি প্রাণ।

(১৪৫)

পতির চরণে যেই অপ্রিয় ভাজন,
ঘৃণা করে পতি যারে নাহি ভালবাসে,
উচিত তাহার প্রাণ দেয়া বিসর্জ্জন,
বৃথা কেন নিরবধি নেত্র নীরে ভাসে।

(১৪৬)

সেবিয়ে পতির পদ রমণী জনম,
পতির হিতের কথা না শুনিল কানে,
সার্থক হলোনা যার বিফল জীবন,
সে নারী ধরায় কেন থাকে অকারণে!

(১৪৭)

নারী হয়ে পতি পদে নাহি যার মন,
উপপতি প্রতি যেই মজিল প্রণয়ে,
ধিক্‌রে জীবনে ছিছি প্রেম আলাপন,
সঁপিতে পরেরে প্রাণ পতি ত্যাগিয়ে।

(১৪৮)

বিভব সম্পদ পতি সুখ মূলাধার,
পতির সমান কেহ না করে যতন,
পতি সম রত্ন হেন কিবা আছে আর,
সেই পতিধনে আমি বঞ্চিত এখন।

(১৪৯)

পতি কাছে রমণীর হয় যত মান,
জগতে কাহারো কাছে নহেকো তেমন,
বনিতারে পতি যেন করে বত্ন জ্ঞান,
সেই পতিধনে আমি বঞ্চিত এখন।

(১৫০)

পতি কাছে নারীকুল সদা আদরিনী,
রমণীর দেখে যদি বিরস বদন,
তখনি হইবে পতি আকুল পরাণী,
সেই চিন্তা নিরন্তর করিবে তখন।

(১৫১)

(রে পাপ মন) পরজন সনে কেন করিলি প্রণয়,
ভুলিলি কেনরে হায় বৃথা প্রলোভনে,
পতি ত্যজি হৃদে কেন দিলিরে আশ্রয়,
ভাবনা হলো না কিরে একবার মনে।

(১৫২)

(ধিক্‌রে জীবন) জানিলিনা এ সংসারে পতি যে কি ধন.
নিরন্তর মত্ত স্বধু পর প্রেম তরে,
পর কি অবোধ মন হয় রে আপন,
নূতন যৌবন তাই এত যত্ন করে।

(১৫৩)

সুখ নহে চিরদিন পড়িলে বিপাকে,
আপন বলিয়ে প্রেম কর যার সনে,

পর কি তখন এসে রক্ষিবেরে তোকে,
বিপদে পাইবি স্থান পতির চরণে।

(১৫৪)

যে পতি থাকিলে তুষ্ট তুষ্ট সর্ব্বজন,
যে পতি হইলে ধনী বাধ্য কত জন,
পরম দেবতা রূপ যে পতি রতন,
সেই পতি ধনে আমি বঞ্চিত এখন।

(১৫৫)

ভুলোনা অবোধ মন পতির চরণ,
অবলার পতি পদ সুখ মূলাধার,
সেবিয়ে পতির পদ সার্থক জীবন,
এ হেন অমূল্য নিধি নাহি দেখি আর।

(১৫৬)

"পতিধনে পরিহরি ধরি উপপতি,
নাহিকর কলঙ্কিত রমণী হৃদয়,
তা হলে আমার মত হইবে দুর্গতি,
রমণী হৃদয়ে সব জানিবে নিশ্চয়।

(১৫৭)

আর এক কথা বলি পুরুষ সমাজে,
বৃদ্ধ বরে কন্যা দান করোনা করোনা,
হাতির গলায় ঘণ্টা সেকি কভু সাজে,
রমণী হৃদয়ে বহ্নি জ্বেলনা জ্বেলনা।"

সমাপ্তঃ।